বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

প্রকাশকাল
অক্টোবর/২০১৩

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রন্থনা
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০	**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি ঃ**	১-৪
১.১	মন্ত্রণালয়ের গঠন	১
১.২	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	১
১.৩	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল	২
১.৪	এক নজরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	৩
১.৫	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	৪
২.০	**মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহ কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ**	৪-১৫
২.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	৪
২.১.১	প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা	৪
২.১.২	প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা	৫
২.১.৩	সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা	৫
২.১.৪	অডিট শাখা	৬
২.১.৫	হিসাবকোষ	৬
২.১.৬	সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-১) শাখা	৭
২.১.৭	সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-২) অধিশাখা	৭
২.১.৮	সংস্থা প্রশাসন (পাট-১) শাখা	৮
২.১.৯	সংস্থা প্রশাসন (পাট-২) অধিশাখা	৯
২.২.০	নীতি, পরিকল্পনা ও বিরাষ্ট্রীকরণ অনুবিভাগ	৯
২.২.১	নীতি-১ (বস্ত্র) অধিশাখা	৯
২.২.২	নীতি-২ (পাট) শাখা	৯
২.২.৩	বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা	১০
২.২.৪	পরিকল্পনা-১ (বস্ত্র) শাখা	১১
২.২.৫	পরিকল্পনা-২ (পাট) শাখা	১২
২.২.৬	টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ)	১২
২.২.৭	লিকুইডেশন সেল	১৪
৩.০	**মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর ২০১২-২০১৩ সালের সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ**	১৫-৪১
৩.১	বাংলাদেশ উন্নয়ন রেশম বোর্ড	১৫
৩.২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১৮
৩.৩	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন (বিটিএমসি)	২৩
৩.৪	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)	২৮
৩.৫	বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত)	৩২
৩.৬	পাট অধিদপ্তর	৩৩
৩.৭	বস্ত্র দপ্তর	৩৬
৩.৮	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই)	৪১
৪.০	বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন	৪৫-৪৬
৫.০	বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)	৪৬-৪৮
৬.০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৪৯-৫১
৭.০	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উলে-খযোগ্য অর্জনসমূহ	৫২

মন্ত্রী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের বৈশ্বিক সুখ্যাতির ধারায় বস্ত্রের প্রকর্ষই ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় টেনে এনেছিল, যার ফলে শতাব্দিকাল ধরে পাট বিদেশমুদ্রা অর্জনের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতির সাথে পাটবস্ত্র একাকার হয়ে আছে। তবে জনবিচ্ছিন্ন বিগত সরকারগুলোর গণবিরোধী সিদ্ধান্ড়, বল্গাহীন দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও বস্ত্রকলগুলোর লোকসান বাড়তে থাকায় শ্রমিক ছাঁটাইসহ বস্ত্র ও পাটকলগুলেতে বিদায় ঘণ্টা বাজতে থাকে। পাটখাতে সুদিন ফিরিয়ে আনার জন্য নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা খুলনায় *খালিশপুর জুট মিল*, সিরাজগঞ্জে *জাতীয় জুট মিল*, *দৌলতপুর জুট মিলস*, *কর্ণফুলী জুট মিলস ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী*-এর শুভ উদ্বোধন করেন। ফলে কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে বর্তমান সরকারের বিপুল শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তার কর্মসংস্থান নিশ্চত করে; ১৯৮২ সালের পর বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন প্রথমবারের মতো মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন-রপ্তানী বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে গণমুখী নীতিমালা প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্ড়রে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্য মূল্য নির্ধরণ ও পরিবেশ রক্ষায় পণ্যের মোড়কীকরণে পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন প্রণয়ন হয়েছে। পাটক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আফ্রিকার অনেক দেশে পাটের বাজার সম্প্রসারণ, দেশে পেপার পাল্প তৈরির কারখানা স্থাপনের উদ্যোগসহ নানা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের চাহিদা পূরণের লক্ষে বস্ত্র শিক্ষার প্রতি সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। দেশের একমাত্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং দুটি নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৪০টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রেশম শিল্পে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, সংশি- ষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত অর্থ বছরের কর্মযজ্ঞ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ড় আনন্দিত। উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সঙ্গে সংশি- ষ্ট সকলকে সাধুবাদের পাশাপাশি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, এম.পি.

(মনোগ্রাম)

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the
People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ছবি)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও পাট শিল্পের সুনাম সাম্প্রতিক সময়ে নবরুপে আবার ফিরে এসেছে। বর্তমানে এই দু'টি শিল্প বিদেশী মুদ্রা অর্জনে যথাক্রমে ১ম ও ২য় অবস্থান ধরে রেখেছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮৪ ভাগ আসে বস্ত্র ও পাট শিল্প থেকে। পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এই দু'টি খাতের রয়েছে অসামান্য অবদান। প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প ও তৈরি পোশাক খাতের এই সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প তথা স্পিনিং, উইভিং, নিটিং এবং বস্ত্রপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানে মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশে বর্তমানে ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৬টি ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি ভোকেশনাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র দপ্তরকে পোষক কর্তৃপক্ষ মনোনীত করায় বস্ত্রদপ্তর নবউদ্যমে যথোচিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৮০ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক বস্ত্রনীতি, ২০১২ নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রেশম ও তাঁত শিল্প দারিদ্র্য বিমোচন এবং বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে রেশমচাষ ও রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যমান বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে।

এদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাটের ভূমিকা অপরিসীম। প্রায় ৩ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশে ১৪.২২ লক্ষ মেঃ টন পাট উৎপাদিত হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩.৭৭ লক্ষ মেঃ টন কাঁচা পাট ও ৮.৬৮ মেঃ টন পাটপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দৌলতপুর জুট মিলস, কর্ণফুলী জুট মিলস ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী চালু করা হয়েছে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য "পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন" ২০১৩ পাশ হয়েছে। ব্যাপক মাত্রায় পাট পণ্য ব্যবহারের জন্য জুট জিওটেক্সটাইল একটি সম্ভাবনাময় বহুমুখী পাট পণ্য। জানুয়ারী ২০১০ সাল থেকে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) রাস্তা ও নদীর ক্ষয়রোধ এবং পাহাড় ধ্বংস রোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিওটেক্সটাইল ব্যবহার সংক্রান্ত একটি মাল্টি কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যাচ্ছে, জুট জিওটেক্সটাইলের ব্যবহার শুরু হলে পাটের বর্তমান চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যাবলি দেশের বস্ত্র ও পাট খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য সহায়ক হবে। একই সাথে জনগণও এ থেকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও গতিশীলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন বলে বিশ্বাস করি।

(ফণী ভূষণ চৌধুরী)

সচিব

১.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১.১ মন্ত্রণালয়ের গঠন

১৯৮৪ সালের প্রথমভাগে মন্ত্রণালয়সমূহ পুনর্গঠনকালে পাট বিভাগ ও বস্ত্র বিভাগকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক করে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৮ জুলাই ১৯৮৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে এ দুটি মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ শুর" করে। অতঃপর ২০০৪ সালের ৬ মে পাট মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হিসেবে আদেশ জারি করা হয়। এর পর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নতুনভাবে কার্যক্রম শুর" করে।

১.২ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

১। সচিব
ক। বিরাষ্ট্রীয়করণ ও পরিকল্পণা অনুবিভাগ
খ। প্রশাসন অনুবিভাগ
গ। বস্ত্র অনুবিভাগ
ঘ। পাট অনুবিভাগ

(ক) বিরাষ্ট্রীয়করণ ও পরিকল্পণা অনুবিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ ও পরিকল্পনা)
১। বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ অধিশাখা
২। পরিকল্পনা অধিশাখা

(খ) প্রশাসন অনুবিভাগ
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
১। প্রশাসন অধিশাখা
২। বাজেট অধিশাখা

(গ) বস্ত্র অনুবিভাগ
১। বস্ত্র অধিশাখা

(ঘ) পাট অনুবিভাগ
১। পাট অধিশাখা

ক.১ বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ অধিশাখা
১। বেসরকারীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

ক.২ পরিকল্পনা অধিশাখা
১। পরিকল্পনা-১ শাখা
২। পরিকল্পনা-২ শাখা

খ.১ প্রশাসন অধিশাখা ও শাখাসমূহ
১। প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা
২। প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা
৩। সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
৪। অডিট শাখা
৫। হিসাব কোষ
৬। কম্পিউটার সেল

খ.২ বাজেট অধিশাখা
১। বাজেট শাখা

গ.১ বস্ত্র অধিশাখা
১। বস্ত্র-১ সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-১)
২। বস্ত্র-২ সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-২)
৩। নীতি-১ (বস্ত্র)

ঘ.১ পাট অধিশাখা
১। পাট-১ সংস্থা প্রশাসন (পাট-১)

২। পাট-২ সংস্থা প্রশাসন (পাট-২)
৩। নীতি-২ (বস্ত্র)

১.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সচিব	১
২.	অতিরিক্ত সচিব	১
৩.	যুগ্ম-সচিব	৩
৪.	উপ-সচিব	৫
৫.	উপ-প্রধান	১
৬.	সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/উপ-সচিব(সুপারনিউমারারী)	১৩
৭.	সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান	২
৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	১
১০.	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১
১১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪
১২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯
১৩.	হিসাব রক্ষক	১
১৪	সহকারী হিসাব রক্ষক	১
১৫.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	১০
১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	১
১৭.	ক্যাশিয়ার	১
১৮.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬
১৯.	অফিস সহকারী	২
২০.	ক্যাশ সরকার	১
২১.	ডুপি- কেটিং মেশিন অপারেটর	২
২২.	ড্রাইভার	১
২৩.	এম,এল,এস,এস	২৭
	সর্বমোট=	১০৫

* ৫ জন যুগ্ম-সচিব সংযুক্ত হিসাবে কর্মরত আছেন।

১.৪ এক নজরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

(০১) বস্ত্রনীতি ও পাটনীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

(০২) রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র ও পাটকলগুলো এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিজেসি) এর সম্পত্তিসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি;

(০৩) পাট অধ্যাদেশ ও পাট শিল্পনীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

(০৪) পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্যসামগ্রী এবং সিনথেটিক, স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম পণ্যসহ সুতা ও বস্ত্র শিল্পজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণে সমন্বয়;

(০৫) বস্ত্র ও পাট পণ্যসামগ্রী রপ্তানী ও এর বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার্বিক সমন্বয়;

(০৬) বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পে উৎপাদন ও রপ্তানী বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ;

(০৭) পাট ও বস্ত্রশিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বস্ত্রকলসমূহে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ;

(০৮) বস্ত্র ও পাট শিল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতার বিষয়ে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পাদন;

(০৯) কাঁচাপাটসহ বস্ত্র ও পাট পণ্য উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণ;

(১০) (ক) রাষ্ট্রায়ত্ত পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) বেসরকারী খাতে বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) বস্ত্রশিল্প ও এর কাঁচামালের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণাকার্য উৎসাহিত করা;

(১১) দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধি/বাজার সম্প্রসারণে গবেষণা;

(১২) মন্ত্রণালয় এবং এর অধস্তন, সংযুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন, বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক বিষয়াদির সার্বিক প্রশাসনিক কাজ;

(১৩) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধস্তন অফিস এবং সংস্থাসমূহের প্রশাসন;

(১৪) বস্ত্র এবং বস্ত্রজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;

(১৫) বস্ত্র ও পাট শিল্পের উন্নয়নে কারিগরি উৎকর্ষ সাধন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৬) কাঁচাপাট এবং পাটজাত পণ্য পরিবহণ/জাহাজযোগে পরিবহণ চুক্তি সম্পাদন;

(১৭) রেশম শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(১৮) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

(১৯) পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারক এবং পাটকল মালিকদের লাইসেন্স প্রদান করা। প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্সের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করা/লাইসেন্স বাতিল করা;

(২০) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশি- ষ্ট আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রয়োগ;

(২১) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে ফিস, আদালত কর্তৃক গৃহীত ফিস ব্যতিত অন্যান্য ফিস আরোপ/আদায়;

(২২) বস্ত্র ও পাট এবং এর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগকারী (backward and forward linkages) বিষয়াদি;

(২৩) পাটের কল্যাণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত International Jute Study Group (IJSG) এবং অন্যান্য সংস্থা/ আন্তর্জাতিক বডি সম্পর্কিত বিষয়াদি।

১.৫ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

(০১) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

(০২) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(০৩) বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন (বিটিএমসি)

(০৪) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)

(০৫) বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত)

(০৬) পাট অধিদপ্তর

(০৭) বস্ত্র দপ্তর

(০৮) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই)।

২.০ মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহ কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

২.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

২.১.১ প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(১) বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরীঃ আলোচ্য অর্থ বছরে ০১ জন কর্মচারীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে মোটর সাইকেল/মটর গাড়ী অগ্রিম এবং ১ (এক) জন কর্মকর্তার অনুকূলে কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুর করা হয়েছে।

(২) শ্রান্তি বিনোদন ছুটিঃ ২০ ১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণীর ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা ২য় শ্রেণীর ৪(চার) জন কর্মকর্তা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪ (চার) জন কর্মচারীর অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৩) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ আলোচ্য বছরে ১৩ (তের) জন কর্মকর্তা সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

(৪) বিদেশে প্রশিক্ষণঃ আলোচ্য বছরে ১১ (এগার) জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৫) এ সময়ে ১৪০০টি চিঠি পাওয়া গেছে তন্মধ্যে পুরানো জের সহ এবং ১১০০টি চিঠি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৬) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪৯ জন কর্মচারীর আলোচ্য বছরে বর্ধিত বেতন আদেশ জারী করা হয়েছে।

(৭) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪৯ জন কর্মচারীর সার্ভিস বহিতে বর্ধিত বেতন ও নতুন বেতন স্কেল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(৮) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ড় দপ্তর/সংস্থা/বোর্ডে ক্যাডার অফিসারদের নিয়োগ/বদলি/ছুটি মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৯) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(১০) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন পেনশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর ও সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ৩(তিন)টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১) দপ্তর/সংস্থা/বোর্ডের ২জন কর্মকর্তার চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১২) মন্ত্রণালয়ের ২(দুই) কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১৩) প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গোপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১৪) মন্ত্রণালয়ের ৪৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৫) বিগত ডিসেম্বর ১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/শাখা/ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/ বোর্ডের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(১৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সভার মাধ্যমে ১৬ (ষোল) জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয় এবং পিএসসি'র মাধ্যমে ১(এক) জন প্রোগ্রামার নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(১৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১ ২(বার)টি মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৮) ডিজিটাল নথি নম্বর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৯) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ৪(চার) টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(২০) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ২(দুই) টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(২১) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

২.১.২ প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

ক্রঃ নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন
১।	এ মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে, যার ঠিকানা www.motj.gov.bd। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি (দরপত্র, নিয়োগ ও নতুন আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন) সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।
২।	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাটনীতি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বস্ত্রনীতির খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। আগামীতে প্রনীতব্য অন্যান্য নীতিমালাও যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
৩।	মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, ০৭/৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী ডিসপ্লে বোর্ডের শুভ উদ্বোধন করেছেন। ডিসপ্লে বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের সকল দরপত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে।
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ ITES সেবাদানকারীদের দ্বারা পরিচালিত টেন্ডার পোর্টালগুলোর অন্তত একটিতে প্রকাশ করার জন্য অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৬।	এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বস্ত্র দপ্তর পরিচালিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের ভর্তি কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কুইক উইন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায়/মোকামে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন পাটক্রয় কেন্দ্রসমূহের পাটক্রয়ের দর এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে Inforev Limited ও বিজেএমসির মধ্যে ০৫/০৩/২০১২ তারিখে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৭।	মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ খাতে (কোড নং-৬৮১৫) এবং আইসিটি /ই-গভর্নেন্স খাতে (কোড-৪৮৪১) বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়সহ আইসিটি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এ খাতসমূহ থেকে নির্বাহ করা হয়।
৮।	মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি ফার্ম নিয়োগ করে এ মন্ত্রণালয়ের ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড/প্রতিষ্ঠানের তথ্য/উপাত্ত আপ-লোড করা হয়।
৯।	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত এবং আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।
১০।	কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের চিঠিপত্রসমূহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ফ্যাক্স ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। বিটিসিএল থেকে ৪ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে।
১১।	আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.৩ সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(০১) আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৪৬টি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১২টি মাসিক প্রতিবেদন, ০৫টি মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ১২টি নন-ট্যাক্স রেভিনিউ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা, বিদেশ ভ্রমণ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও মহিলা কোটা সংক্রান্ড় ১৬টি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

(০২) আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করে বিতরণ করা হয়েছে।

(০৩) ৯ম জাতীয় সংসদের ১৪তম-১৯তম অধিবেশনের নির্ধারিত বৈঠকে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব প্রস্ড়ুত করে সংসদ সচিবালয়ের প্রশ্ন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৪) ৯ম জাতীয় সংসদের ১৪তম-১৯তম অধিবেশনের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী/মাননীয় শিল্প মন্ত্রী/মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের নিমিত্ত সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অংশের প্রশ্নের জবাব প্রস্ড়ুত করে সংশিষ্ট কার্যালয়/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৫) জাতীয় সংসদের প্রশ্ন তালিকা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত হলেও ভিন্ন মন্ত্রণলয় সম্পর্কিত হওয়ায় সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এর ২১১(ক) অনুচেছদের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্থানান্ড়র করা হয়েছে।

(০৬) "বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির" ১৫তম হতে ২৩তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ৯টি কার্যপত্র প্রণয়ন করে প্রতিটি বৈঠকের জন্য ৩০ সেট কার্যপত্র জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৭) কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ ক(৩)বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত নোটিশের ওপর উত্তরমূলক ৪টি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের

মূলতবী ও অধিকার শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৮) জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির বৈঠকের কার্যপত্র প্রয়ন করা হয়েছে।

(০৯) মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০) সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১২ এ গৃহীত সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২) "জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি" বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.৪ অডিট শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ

১. ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১১০৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অমিমাংসিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,০৯৯টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ১০,৩২,০১২.৪৮ লক্ষ টাকা। এ বছর ৩৬৭টি নতুন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

২. অগ্রিম অনুচ্ছেদ, খসড়া অনুচ্ছেদ, সংকলনভুক্ত অনুচ্ছেদ ও চূড়ান্ত হিসাব এর উপর ১২৭টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ জুট মিল/ বস্ত্র কলসমূহে ২১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. ত্রি-পক্ষীয় সভায় ৪১৫টি অনুচ্ছেদ মিমাংসার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. ৩১৩টি পত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিবরণ সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির শ্রেণীবিন্যাসকৃত (চুরি, আত্মসাৎ, ঘাটতি, অপচয়, বিধি বহির্ভূত পরিশোধ, সরকারি অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা ও অন্যান্য অনিয়ম ও ক্ষতি সম্পর্কিত) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-৫ অধিশাখা) প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. নথি/রেকর্ডপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী না থাকায় বাংলাদেশ জুট করপোরেশন (১৯৯৩ সালের ২৮ আগস্ট বিলুপ্ত ঘোষণা) এর ৪৬৭টি অডিট আপত্তি ১৯৫৯ সাল হতে অমিমাংসিত অবস্থায় রয়ে যায়। দীর্ঘদিনেও আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর না হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিজেসি 'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার ১৯৫৯-৬০ হতে ১৯৮৪-৮৫ সাল এবং বিজেসি 'র ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে ১৯৯২-৯৩ সাল (সংস্থাটি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বের সময়ের) এর অমিমাংসিত ৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত ৩৫৮টি অডিট আপত্তির সাথে জড়িত ৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অবলোপন (**Write Off**) করার জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ ২০ থেকে ৫৪ বছরের পুরনো প্রস্তাবিত অডিট আপত্তিসমূহের ৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অবলোপন করেছে। এ ঘটনা দীর্ঘদিনের পুরাতন, রেকর্ডপত্রহীন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

৯. পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের অডিট/সমীক্ষা ফি এর ওপর পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা/বোর্ডের অডিট/সমীক্ষা ফি খাতে (অর্থনৈতিক কোড ৪৮৮৯) বাজেট/বরাদ্দ প্রাপ্তি, ব্যয়িত ও সমর্পিত অর্থ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত পাবলিক একাউন্টস কমিটির সর্বশেষ ৯২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি **Action Taken Note** আকারে কমিটির অবগতির জন্য প্রেরণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

২.১.৫ হিসাব কোষ

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ

১. ৮৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতনভাতা, বকেয়া বেতনভাতা, ভ্রমনভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় বিল প্রস্তুত করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ ও চেক আদায় করে যথাস্থানে পৌঁছানো হয়েছে।

২. এমটিবিএফ ও বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত কাজে সহযোগিতা করে একটি সুষ্ঠু বাজেট প্রণয়নের জন্য যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৩. পদোন্নতি সম্পর্কিত বেতন নির্ধারণসহ বকেয়া বিলের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৪. বাজেট বরাদ্দের সাথে মিল রেখে অন্যান্য আনুসংগিক বিল প্রস্তুত করে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ ও তা পাশ করিয়ে যথাযথভাবে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

৫. বিভিন্ন প্রকার ঋণ অগ্রিমের বিল তৈরি করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে চেক সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেনশন/গ্রাচুইটি সংক্রান্ড় কাজ সম্পন্ন করণ এবং পেনশন/গ্র্যাচুইটি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সঠিকতা যাচাই করে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. ২৭ জন কর্মকর্তার আয়কর রিটার্ন সম্পর্কিত বার্ষিক বেতনের হিসাব প্রদান করা হয়েছে।

৮. টেলিফোনের বিল তৈরি করে এজিবি হতে চেক সংগ্রহ করতঃ নির্দিষ্ট অফিসে/জোনে চেক পেমেন্ট করা হয়েছে।

৯. নন-ট্যাক্স সম্পর্কিত হিসাব সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখাকে নিয়মিত প্রদান করা হয়েছে।

১০. প্রতি মাসে এজিবি অফিস ও ব্যাংকের সাথে আয় ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

১১. অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও চাহিদামতে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

১২. ক্যাশ বুক লেখা ও তৎসংক্রান্ড় যাবতীয় খাতাপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৩. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অন্যান্য অগ্রিম আদায় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৪. বাজেটের সাথে সংগতি রেখে কোড ভিত্তিক সমস্ড় বিল প্রস্তুত ও রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৫. বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ড় খরচের হিসাব রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৬. কর্মচারীর সিলেকশনগ্রেড/টাইমস্কেল সম্পর্কিত বেতন নির্ধারণসহ বকেয়া বিলের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

১৭. বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৮. বাৎসরিক অডিটের কাজে সহযোগিতা করা করা হয়েছে।

১৯. বিভিন্ন সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.১.৫ সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-১) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(০১) বিটিএমসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম যথা ঃ মামলা, মোকদ্দমা, অভিযোগ আবেদন ইত্যাদি সম্পাদন, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

(০২) বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে ও মিলসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(০৩) বস্ত্র দপ্তরের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম যথা ঃ নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, পুনর্গঠণ, চাকুরী নিয়মিতকরণ, পদ সংরক্ষণ, ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের শ্রান্ড়ি বিনোদন ছুটি ও বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

(০৪) বস্ত্র দপ্তর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মামলা ও অভিযোগ সংক্রান্ড় বিষয়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(০৫) বস্ত্র দপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ ভেটিংয়ের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৬) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের জন্য উত্থাপিত প্রশ্নসহ সময় সময় যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৭) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বাবলী পালন করা হয়েছে।

২.১.৭ সংস্থা প্রশাসন (বস্ত্র-২) অধিশা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(০১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আইন উপদেষ্টা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(০২) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরীরর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(০৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের শুন্য পদসমূহ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(০৪) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(০৫) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ড় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(০৬) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত সংক্রান্ড় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১.৮ সংস্থা প্রশাসন (পাট-১) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পাট কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং পাট কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংশি- ষ্ট সকলের নিকট প্রতিবেদন প্রেরর করা হয়েছে।

(০২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিলুপ্ত আদমজী জুট মিলের ২নং ইউনিট পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ঘোষণা দেন। সে লক্ষ্যে উন্নতমানের পাটের রপ্তানী সুতা ও পাটের বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী পণ্য উৎপাদন, যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০.৭০ মেঃ টন এবং এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৬৭৪.৪১ লক্ষ টাকার প্রকল্পটি গ্রহণ করে অর্থায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৩) বিজেএমসির আওতাধীন বন্ধ কওমী জুট মিলস্ লিঃ এবং পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ পুনরায় চালু করা হয়েছে।

(০৪) বিজেএমসির আওতাধীন পাটকলসমূহের বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরনার্থে বিকল্প পাওয়ার প-ান্ট স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(০৫) স্বেচ্ছাবসর কর্মসূচির আওতায় অবসর এবং স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণকারীদের পাওনাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(০৬) **চলমান পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ আর্থিক সালে কাঁচা পাট ক্রয় এবং মজুরী কমিশনের বকেয়া পাওনা ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ বাবদ ৪০০.০০ কোটি টাকা ছাড়করণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডি, ও পত্র প্রেরণ করা হয়** এবং অর্থমন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ৪০০.০০ কোটি টাকা ছাড় করেছে।

(০৭) **পাটের বকেয়া মূল্য বাবদ সরবরাহকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে**।

(০৮) বিজেএমসি'র অধীন মিলসমূহের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বকেয়া পাওনাদি সংক্রান্ড় বিষয়ে প্রাপ্ত পত্রসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিজেএমসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৯) বিজেএমসি ও এর অধীন পাটকলসমূহের বির“দ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজেএমসিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১০) বন্ধকৃত পাটকলসমূহের অর্থায়নের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুই বছর চাকুরির সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১২) ভারতের লগন ইঞ্জনিয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক গালফ্রা-হাবিব লিঃ যৌথ উদ্যোগে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োনজীয় কার্যক্রম চলছে।

(১৩) পাট থেকে মন্ড ও কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

(১৪) সরকারী পাটকলসমূহের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুরী কমিশন,২০১০ বাস্ড়বায়ন কার্যক্রম চলছে।

(১৫) বিজেএমসির কর্মচারী প্রবিধানমালার সংশোধনী ২০১১ কার্যক্রম চলছে।

২.১.৯ সংস্থা প্রশাসন (পাট-২) অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(০২) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ যথাযথ প্রয়োগের লক্ষে মোবাইল কোর্ট আইনের-২০০৯ এর তফসিলে অন্ড়র্ভুক্ত করণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশি-ষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৩) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন) আইন, ২০১৩ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং পূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ড় অনুমোদনের পর বিল আকারে জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আইনটি ইতোমধ্যে পাস হয়েছে।

(০৪) জুট লাইসেসিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট রুলস সংশোধন পূর্বক ২৮.০৫.১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

(০৫) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর ১(২) ধারা অনুযায়ী আইনটি কার্যকর হওয়ার তারিখ সম্বলিত গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

(০৬) সমন্বনিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ীভাবে পাট অধিদপ্তরে স্থানান্ড়রিত ১২১ সংখ্যক জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্ড়র করা হয়েছে।

২.২.০ নীতি, পরিকল্পনা ও বিরাষ্ট্রীয়করণ অনুবিভাগ

২.২.১ নীতি-১ (বস্ত্র) অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) ভারতের বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তুলা, রেশম, তাঁত শিল্প, পোশাক ও ফ্যাশন শিল্প সমুহের ক্ষেত্রে ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য (MOU) স্বাক্ষর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

(০২) বস্ত্রনীতি ২০১২ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে যা চূড়ান্ড়করণের জন্য পক্রিয়াধীন রয়েছে।

(০৩) আমদানী নীতি, রপ্তানী নীতি কৃষি নীতি, সমবায় নীতিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা পূর্বক মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(০৪) বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক এবং যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের সভার জন্য ব্রীফ/মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৫) বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক অত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রদান করা হযেছে।

(০৬) International Sericulture Commission (ISC) এর সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া চুড়ান্ড় পর্যায়ে রয়েছে।

(০৭) ইন্টারন্যাশনাল কটন ত্র্যাডভাইজরী কমিটি(ICAC) এর সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া চুড়ান্ড় পর্যায়ে রয়েছে।

২.২.২ নীতি-২ (পাট) অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) বিজেসি'র (বিলুপ্ত) কতিপয় সম্পত্তির লীজ/ভাড়া প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(০২) কুড়িগ্রাম জেলার ১টি, বগুড়া জেলার ১টি, রংপুর জেলার ১টি ও জামালপুর জেলার ১টি সম্পত্তির রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

(০৩) রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সম্পত্তি বিক্রয়ের লক্ষে মোট ৬ (ছয়)টি **ইচ্ছাপত্র জারী করা হয়েছে**।

(০৪) **বিজেসি'র জমি সংক্রান্ত বিষয়ে** মহামন্য**হাইকোর্ট** বিভাগে **বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজেসি'র প্যানেল আইনজীবীর প্রস্তাবনার আলোকে কতিপয় সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগসহ তাদের পারিশ্রমিক ফি প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে**।

(০৫) **অত্র মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বস্ত্র দপ্তরের প্রস্তাবনার** পরি**প্রেক্ষিতে রংপুর জেলার আলমনগর- ১ নামীয় অংগনের ২.১৫ একর সম্পত্তি রংপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে**।

(০৬) বিজেসি'র কতিপয় অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় করা হয়েছে।

(০৭) **২০১১-২০১২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ১২টি সভা আহবান করা হয়েছিল**।

(০৮) **বিজেসি'র সাবেক কর্মকর্তার বিজেসি'র অবলুপ্ত সেলে ভূতাপেক্ষভাবে অর্ন্তভূক্ত করে স্বাভাবিক অবসর প্রদানপূর্বক চূড়ান্ত পাওনা লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে**।

(০৯) **বিজেসি'র কতিপয় সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামত চেয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে**।

(১০) **বিভিন্ন সময়ে চাহিদার আলোকে যথাসময়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে**।

(১১) **পাটজাত পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকী পরিশোধের জন্য বিভিন্ন জুট এসোসিয়েশনের প্রস্তাবনার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে**।

২.২.৩ বেসরকারিকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে কল-কারখানায় নুতন ও উদ্যমী উদ্যোক্তা আকৃষ্ট করা কল-কারখানার ক্ষেত্রে সরকারের একটি উন্নয়ন কৌশল ও নীতি। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে কিছু কল-কারখানা বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় যে, বস্ত্র উৎপাদন

শিল্পে স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে এ ধরনের উদ্যোগ এবং নীতি উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(০২) শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত মডার্ণ ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ এর স্টক এন্ড স্টোর্স এর মূল্য বাবদ ১১,৫০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ১৬.০২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(০৩) শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত নিউ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ এর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং স্টক এন্ড স্টোর্স এর মূল্য বাবদ ৭,৯৬,৫২,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৩.০৭.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(০৪) শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত নিউ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ এর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং স্টক এন্ড স্টোর্স এর মূল্য বাবদ ৪,০০,০০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৩.০৭.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(০৫) শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত নিউ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ এর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং স্টক এন্ড স্টোর্স এর মূল্য বাবদ ১,৮৫,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৩.০৭.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(০৬) এ, কে, খান জুট মিলস্ লিঃ এর নিকট হতে সরকারের জিওবি পাওনা বাবদ- ৭৬,৪৪২/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ১৫.০৪.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। যোগান দেয়া এ অর্থ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(০৭) এ, কে, খান জুট মিলস্ লিঃ এর নিকট হতে সরকারের জিওবি পাওনা বাবদ- ১,৯২,৭,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ১৩.০৫.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। যোগান দেয়া এ অর্থ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(০৮) এ, কে, খান জুট মিলস্ লিঃ এ সরকারি মালিকানাধীন ৩,১৪,২১৫টি শেয়ারের মূল্য বাবদ-৩১,৪২,১৫০/-টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৭.১২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(০৯) বিরাষ্ট্রায়ত্ব মকবুলার রহমান জুট মিলস্ লিঃ এর সরকারে ন্যস্ড় থাকা অবশিষ্ট ২০১৩৪৩টি শেয়ারের মূল্য বাবদ- ২০,১৩,৪৩০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৮.০৪.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। যোগান দেয়া এ অর্থ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(১০) বিটিএমসি এবং বিজেএমসি'র আওতাধীন ১৯৮২ সালে সাবেক মালিকদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত বস্ত্র ও পাট কলসমূহের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-কে সরকার, বিটিএমসি, বিজেএমসি ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একাধিকবার তাগিদ দেয়াসহ পাওনা আদায়ের বিষয়ে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

(১১) বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ভালিকা উলেন মিলের অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত ৩.৯০ একর জমি বিটিএমসি কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে। যার মূল্য বাবদ ২১,৬৬,৬৬,৪৫০/- টাকা বিটিএমসি কর্তৃক আদায় করা হয়েছে এবং জমির ক্রেতা মেসার্স স্মার্ট জেনস্ লিঃ এর অনুকূলে সাফ-কবলা দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(১২) বস্ত্র ও পাটকলসমূহের মধ্যে নানামুখী সমস্যা (ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, শ্রমিক অসন্ড়োষ ও মামলার মাধ্যমে মিল কারখানা অচল হওয়া, বেহাত হওয়া ইত্যাদি) মাননীয় মন্ত্রী স্ব-উদ্যোগে সংশি- ষ্ট পক্ষগণকে নিয়ে সভা ও সমঝোতার ব্যবস্থা করে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। এতে সরকার ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষাসহ উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার নিশ্চয়তার পথ প্রশস্থ হচ্ছে।

২.২.৪ পরিকল্পনা-১ (বস্ত্র) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা (১১টি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(০২) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(০৩) এডিপিভুক্ত ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিভাজন অনুমোদন এবং অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে।

(০৪) রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ৯টি উন্নয়ন কর্মসূচির বিভাজন অনুমোদন এবং অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে।

(০৫) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

(০৬) বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(০৭) চলমান প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(০৮) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

(০৯) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(১০) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১১) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১২) পরিকল্পনা কমিশন/একনেক/এনইসি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৩) পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি এর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৪) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে।

(১৫) MTBF এর উন্নয়ন বাজেট সংশি- ষ্ট যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে।

(১৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৭) উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্প সংশোধন এবং অনুমোদন করা হয়েছে।

(১৮) উন্নয়ন প্রকল্পের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৯) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি আইএমইডি ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২০) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে।

২.২.৫ পরিকল্পনা-২(পাট) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) পাট খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

(০২) পাট খাতের বিভিন্ন কারিগরি সহায়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

(০৩) ১৩/০৯/২০১১ তারিখে অনুমোদিত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পাট অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন(১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

(০৪) "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

(০৫) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(০৬) পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থার নিকট তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ড় কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

(০৭) পাটের গবেষণা ও বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে।

(০৮) আইজেএসজি ও জেডিপিসি সংক্রান্ড় কার্যাবলি পরিচালিত হয়েছে।

(০৯) জয়েন্ট কমিশন, আন্ড়র্জাতিক ফোরাম ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/ব্রীফ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১০) আন্ড়র্জাতিক পাট স্টাডি গ্রুপ (আইজেএসজি)'র ২০১৪ সালের পর আইজেএসজি-র মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন না থাকায় আইজেএসজি'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনা এবং টেক্সটাইল সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বে ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বা টিম ভারত সফরে করেছেন।

(১১) সময়ে সময়ে আরোপিত বিশেষ দায়িত্বসমূহ পালন করা হয়েছে।

২.২.৬ টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ)

১.০ **পরিচিতি ঃ**

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষে আন্ড়ঃসংযোগ সৃষ্টির সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে বস্ত্র মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে কারিগরী সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে টিএসএমইউ প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন আরম্ভ হয় এবং একই উৎসের অনুদানে প্রকল্পটি মোট ৩ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর ৯৭ পর্যন্ড় পরিচালিত হয়। অতঃপর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সিল্ক ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর অঙ্গ ইউনিট হিসেবে মোট ৪ জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে ২০০৩ সালের জুন পর্যন্ড় পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে বস্ত্র শিল্পে বিভিন্ন উপখাতে বিনিয়োগ, বস্ত্র পণ্যের আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য ও এমএফএ ফেজ আউট পরবর্তী কৌশল সংক্রান্ড় নীতি/কর্মপন্থা সংক্রান্ড় বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দানের জন্য শুধুমাত্র ১ জন স্থানীয় পরামর্শক (শিল্প অর্থনীতিবিদ) দ্বারা ইইউ/ইউনিডোর অর্থায়নে মার্চ ২০০৬ থেকে টিএসএমইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মার্চ, ২০০৬ থেকে ৪.৫ বছর মেয়াদী ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক অর্থায়িত এবং ইউনিডো কর্তৃক বাস্ড়বায়িত Bangladesh Quality Support Program (BQSP) এর আওতায় "Strengthening NITTRAD's and TSMU's Capability for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে টিএসএমইউ এর কার্যাবলী পরিচালিত হয়েছে যার বাস্ড়বায়ন জুন ২০১০ সালে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ইইউ এর অর্থায়নে BQSP এর পরবর্তী পর্যায়ে Better Works and Standards (BEST) Programme এর আওতায় "Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের একটি অঙ্গ হিসেবে টিএসএমইউ এর উপর ন্যস্ড় কার্যক্রম জুলাই ২০১০ থেকে শুরু করা হয়েছে যা জুন ২০১৪ এ সমাপ্ত হবে।

২.০ **কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ**

২.১ টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ) টি ইইউ এর অর্থায়নে ইউনিডো এর BEST কর্মসূচীর আওতাধীন BWTG এর টেক্সটাইল কম্পোনেন্ট এর অধীনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বিশে- ষণধর্মী ও নীতি নির্ধারণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সাব-কন্ট্রাক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.২ বস্ত্র খাতে উন্নতমানের শিল্প ও বস্ত্র পণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ড় বিষয়ে প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বৈরিতামুক্ত সু-সম্পর্ক সৃষ্টি।

২.৩ প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নীতি অনুসরণ, সুদের হার এবং শুল্ক ও কর ইত্যাদি আরোপের ফলে বস্ত্র পণ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত ব্যাপারে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশে- ষণার্থক কার্যাদি সম্পাদন।

২.৪ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা / কর্মসূচী, বিনিয়োগ ও কারিগরী প্রকল্প প্রণয়ণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

২.৫ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা, উন্নত কৌশল অবলম্বন এবং বস্ত্র পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ড় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

৩.০ টিএসএমইউ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ঃ

৩.১ বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পে D-8 ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতা বৃদ্ধি সংক্রান্ড় কান্ট্রি পেপার প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.২ মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর চীন ও ভিয়েতনাম সফর সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যাদি যেমন, চীন ও ভিয়েতনামে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন / এমব্যাসিতে পত্র প্রেরণ, ভিসা ফরম পূরন, সফর সংক্রান্ড় বাজেটের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.৩ বস্ত্র ও পাট উপখাত সংক্রান্ড় অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এবং ২০১৩ (বাংলা ও ইংরেজী) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৪ আইজেএসজি এর ১৫ তম কাউন্সিল সভার জন্য পাট উপখাত সংক্রান্ড় বাংলাদেশের কান্ট্রি পেপার প্রণয়ন এবং উক্ত কাউন্সিলে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৫ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ভারত, নেপাল এবং থাইল্যান্ড সফর সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় কার্যাদি যেমন, উক্ত তিন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন / এমব্যাসিতে পত্র প্রেরণ, অনলাইন ভিসা ফরম পূরণ ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.৬ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড এর ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্ড়র্ভুক্ত প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ড় সমন্বিত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৭ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড এর ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা ও সম্ভাব্য প্রকল্প অন্ড়র্ভুক্তি সংক্রান্ড় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংক্রান্ড় বর্তমান সরকারের বিগত ০৪ বছরের সফলতার বিশদ কার্যাবলী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাংলাদেশ-ভারত যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের বাণিজ্য সংক্রান্ড় সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন এবং সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৯ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক উপস্থাপিত বস্ত্র ও পাট সংক্রান্ড় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

৩.১০ বস্ত্র ও পাট উপখাত সংক্রান্ড় পাকিস্ড়ান, সৌদি আরব, ইরান, ভিয়েতনাম, ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ইত্যাদি দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর ব্রীফ / ইনপুট প্রণয়ন এবং শিল্প অর্থনীতিবিদ কর্তৃক বাংলাদেশ ও এ সকল দেশসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক সংক্রান্ড় আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান করা হয়েছে।

৩.১১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতি, আইন, রিপোর্ট প্রভৃতি এর উপর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৩.১২ উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফরকালে আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য বস্ত্র ও পাট উপ-খাত সংক্রান্ড় আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সম্পর্কে ব্রীফ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.১৩ ইইউ/ইউনিডোর আর্থিক সহায়তায় Better Works and Standards (BEST) Programme এর অধীনে বাস্ড় বায়নাধীন "Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ও বাস্ড়ব অগ্রগতি সংক্রান্ড় প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১৪ দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ড় বিভিন্ন বিষয় যেমন- র‍ুলস অব অরিজিন, ইইউ জিএসপি, বস্ত্র ও পাট পণ্যের আমদানী শুল্ক ও কর আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন, আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.১৫ বস্ত্র পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২.৭ লিকুইডেশন সেল ঃ

১৯৮২ ইং সনে সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে বস্ত্র মিল ৪টি যথাক্রমে (১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১), (২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২), (৩) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ ও (৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ Wound up করে উক্ত মিলগুলোর অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে আরও ৪টি মিল যথাক্রমে (১) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, (২) চিশ্তী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, (৩) ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ও (৪) মসলিন কটন মিলস্ লিঃ Winding up করতঃ লিকুইডেশন সেলে ন্যাস্ত করা হয়। উক্ত মিলসমূহের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

(১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১) ঃ-

(ক) এ মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ১৯৮৩ সনে বিক্রয় করা হয়। সরকারী সমুদয় পাওনা আদায়ের পর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে নিষ্কন্টক আংশিক জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এমিলের জমি অর্পিত তালিকা হতে অবমুক্ত করা হয়েছে যা ক্রেতার অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন।

(গ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিটিএমসি'র সাথে এ মিলের দেনা/পাওনা নিস্পত্তি করা হয়েছে।

(২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২) ঃ-

(ক) এ মিলটি বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানীর নিকট হতে সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এমিলের নিষ্কন্টক জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ মিলের অর্পিত তালিকাভূক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করা হয়েছে যা ক্রেতার অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদনের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এমিলের নিকট বিটিএমসি'র দেনা/পাওনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(৩) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিক্রয় ও কিস্তিতে ক্রেতার নিকট হতে সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে।

(খ) এ মিলের প্রায় ১৬ একর জমি অর্পিত তালিকাভূক্ত থাকায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত তালিকা হতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এ মিলটির নিষ্কন্টক ২৪.৮০ একর জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিটিএমসি'র সাথে এমিলের দেনা/পাওনা নিস্পত্তি করা হয়েছে।

(৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ

এ মিলটির ২০১২-২০১৩ অথ বছরে সাবেক মালিকদের সাথে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তির শর্তে ও তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিক্রয় করা হয়েছে। যার বিপরীতে ইতোমধ্যে পে-অর্ডারের মাধ্যমে ২.৫০ কোটি (টাকা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) মাত্র পাওয়া গিয়েছে এবং অতিশীঘ্রই আরো ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা ক্রেতা সরকারের অনুকুলে জমা প্রদান করবে।

(৫) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে।

(খ) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ মিলের সমুদয় সম্পত্তি ক্রেতার অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

(গ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ মিলের নিকট বিটিএমসি'র পাওনা/দেনার হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বিটিএমসি'র পাওনা অর্থ সরকারী কোষাগার হতে প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(৬) মসলিন কটন মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ মোতাবেক সাবেক মালিকদের মনোনীয় ব্যক্তির নিকট ১৩৫(একশত পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে।

(খ) ক্রেতা কোম্পানী সরকারের অনুকুলে ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার পে-অর্ডার প্রদান করেছে এবং অবশিষ্ট ১১০(একশত দশ) কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

(গ) মিলটির ক্রেতা কোম্পানীর সাথে এক বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদনুযায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিলের দখল হস্তান্তর করা হয়।

(৭) চিশ্‌তী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

এ মিলটি মেসার্স আমর্স ফারাজ কনষ্টাকশন লিঃ এর আবেদন অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও নির্দেশ মোতাবেক ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা মুল্যে বিক্রয় ও হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৮) ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ।

এ মিলের অনেকগুলো জমির মালিকানা দলিল না থাকায় এবং অনেক গুলো জমির রেকর্ড বাইরের লোকের নামে থাকায় জমি সংক্রান্ত ৬/৭টি মামলা চালু রয়েছে এবং আরো মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যেহেতু জমি জমা সংক্রান্ত একাদিক মামলা থাকায় মিলটি বিক্রয়ের টেন্ডার আহবান করা যাচ্ছে না।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ঃ

৩.১। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ঃ

(ক) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমুলক তথ্যাবলী ঃ

ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশে রেশম শিল্পের ব্যাপক পরিচিতি ও অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা প্রায় ৬.০০ লক্ষ। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। জড়িত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা।

সম্প্রতি ০৭/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১৩ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবী চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মহাপরিচালক করা হয়েছে। বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৪টি বিভাগ রয়েছে; যথাঃ- (১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগ, (২) অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, (৩) সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগ এবং (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগ। এ ছাড়াও গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসহ এমআইএস সেল, নিরীক্ষা শাখা, জনসংযোগ শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে ন্যাস্ত রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০১৩ সালের ১৩নং আইনের (৬) ধারাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে ঃ

ক) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতি মন্ত্রী	চেয়ারম্যান
খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য	জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান
গ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস চেয়ারম্যান
ঘ) রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার	সদস্য

ঙ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা সদস্য
চ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য
ছ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদারএকজন কর্মকর্তা সদস্য

জ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা সদস্য
ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য-সচিব সদস্য-সচিব
ঞ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ হতে যথাক্রমে ১জন করে মোট ২জন অধ্যাপক (একজন সদস্য মহিলা হবেন) সদস্য
ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত রেশম পোকা পালনকারী, রেশম সুতা উৎপাদনকারী ও রেশম পণ্যের ব্যবসায়ীগণের মধ্য হতে সর্বমোট ৩জন প্রতিনিধি(একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন) সদস্য

(খ) ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ(লিখিত ও ছক আকারে)ঃ

১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমগ্র দেশের সম্প্রসারণ এলাকায় ৪.৫০ লক্ষ তুঁতচারা রোপন করা হয়েছে।
২। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন ৮ টি রেশম বীজাগার ও সম্প্রসারণ এলাকায় লীজকৃত জমিতে ৪.৫০ লক্ষ তুঁত চারা উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। উক্ত তুঁতচারা দেশের বিভিন্ন সম্প্রসারণ এলাকায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০১৩ রোপন মৌসুমে) সরবরাহ দেওয়া হবে।
৩। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ৪.৪২৭ লক্ষ টি রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করা হয়েছে।
৪। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১.২২ লক্ষ কেজি রেশম গুটি ও ০.০৫৭৮ লক্ষ কেজি রেশম বীজগুটি উৎপাদন করা হয়েছে।
৫। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৬৩৯.৪২ কেজি রেশম সুতা উৎপাদিত হয়েছে।
৬। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৪১ জন রেশম চাষী/বসনীকে রেশম চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
৭। চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলু পালন করে বন্দ ভিত্তিক বিতরণ করা হয়েছে।
৮। ৭৫০ বিঘা তুঁত জমি রক্ষনাবেক্ষন করা হয়েছে ।
৯ । রেশম চাষী সমাবেশের মাধ্যমে ৭ টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৮টি আইডিয়াল রেশম পল-ীর চাষীদের ২৫৪৪টি ডালা, ২৫৪৪ টি চন্দ্রকী, ২০৪টি ঘড়া এবং ৬০ টি পলুঘর তৈরীর নিমিত্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫ টি আবাসন রেশম পল-ীতে ৯ টি কমিউনিটি রিয়ারিং হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৮২১টি ডালা, ৮২১ টি চন্দ্রকী, ২২ টি ঘড়া রেশম চাষীদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
১১। ভোলাহাট বীজাগারের জন্য ২৫০ টি ডালা ও ২৫০ টি চন্দ্রকী এবং বগুড়া বীজাগারের জন্য ২৫০টি ডালা ও ২৫০ টি চন্দ্রকী ক্রয় করা হয়েছে।
১২। সম্প্রসারণ এলাকার বসনীদের পলু পালন সরঞ্জামাদি বাবদ ১৩৩৩ টি ডালা ও ১০০০ টি চন্দ্রকী সরবরাহ করা হয়েছে।
১৩। ভোলাহাট সম্প্রসারণ এলাকায় ৩টি স্থানে সেমি পাকা চরকা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
১৪। রাজশাহী শহরে ডিজাইন-কাম-ডিসপে- সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১৫। বগুড় ও রংপুর বীজাগারে ১১টি ভবন, পি-৩ ষ্টেশনের রিয়ারিং হাউজ এবং ডরমেটরী মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন ।
১৬। কোনাবাড়ী, মীরগঞ্জ ও পি-৩ ষ্টেশনের সেচ কাজের জন্য সেমি ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ।
১৭। বগুড়া রেশম বীজাগারের অভ্যন্ড়রীন রাস্ড়া মেরামত, সংস্কার ও সিসি রাস্ড়ায় উন্নয়ন কাজ সম্পাদন।

ক্রঃ নং	সম্পাদিত কর্মকান্ড	পরিমাণ
১.	তুঁতচারা রোপন।	৪.৫০ লক্ষটি
২.	তুঁতচারা উৎপাদন(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/১৩ সরবরাহ)।	৪.৫০ লক্ষটি
৩.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.০৫৭৮ লক্ষ কেজি
৪.	রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	৪.৪২৭ লক্ষটি
৫.	রেশম গুটি উৎপাদন	১.২২ লক্ষ কেজি
৬.	রেশম সুতা উৎপাদন	১৬৩৯.৪২ কেজি
৭.	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	৬৪১ জন
৮.	কর্মশালা/র‍্যালী/চাষী সমাবেশ	৭ টি
৯.	ভোলাহাট সম্প্রসারণ এলাকায় সেমি পাকা চরকা সেন্টার নির্মাণ।	৩টি
১০.	রাজশাহী শহরে ডিজাইন-কাম-ডিসপে- সেন্টার নির্মাণ।	চলমান রয়েছে
১১.	বগুড়, রংপুর বীজাগার ও পি-৩ ষ্টেশনের রিয়ারিং হাউজ এবং ডরমেটরী ভবন মেরামত।	১১ টি ভবন
১২.	কোনাবাড়ী, মীরগঞ্জ ও পি-৩ ষ্টেশনে সেচ কাজের জন্য সেমি ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে
১৩.	বগুড়া রেশম বীজাগারের অভ্যন্ড়রীন রাস্ড়া মেরামত, সংস্কার ও সিসি রাস্ড়ায় উন্নয়ন	কাজ সম্পন্ন হয়েছে

	কাজ।	
১৪.	চাষীদের পলুপালন সামগ্রী সরবরাহ	৮টি আইডিয়াল রেশম পল-ীর চাষীদের, ডালা-২৫৪৪টি, চন্দ্রকী-২৫৪৪টি, ঘড়া- ২০৪টি এবং ৬০ টি পলুঘর তৈরীর আর্থিক সহায়তা প্রদান । ১৫ টি আবাসন রেশম পল-ীতে চাষীদেরকে, ডালা-৮২১টি, চন্দ্রকী-৮২১টি, ঘড়া-২২টি সহায়তা প্রদান এবং ৯ টি কমিউনিটি রিয়ারিং হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে
১৫.	বীজাগারে পলুপালন সামগ্রী ক্রয়	ভোলাহাট বীজাগারের জন্য ২৫০ টি ডালা ও ২৫০ টি চন্দ্রকী এবং বগুড়া বীজাগারের জন্য ২৫০টি ডালা ও ২৫০ টি চন্দ্রকী ক্রয় করা হয়েছে।

(গ) ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাস্ড়বায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যাবলী (লিখিত ও ছক আকারে)ঃ

(১) ''বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ড় মেয়াদের প্রকল্পটি গত ০৭ও০১ও২০১০ ইং তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং দেশ ব্যাপী রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ২০১২ও১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে ৪.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন/২০১৩ মাস পর্যন্ড় ৪৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং অগ্রগতি ৯৮.৮৪% ।

(২) ''পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)(জুলাই'০৮ হতে জুন'১৩ পর্যন্ড়)'' যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৯.৫৯ লক্ষ টাকা। ২০১২ও১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন/২০১৩ মাস পর্যন্ড় ৩৯.০২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং অগ্রগতি ৯৭.৫৫% ।

(৩) এছাড়া **''বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নার্সারীসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন''** যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১.০০ লক্ষ টাকা । ২০১২ও১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে ৯৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন/২০১৩ মাস পর্যন্ড় ৯৯.৯৭৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের প্রকল্প	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
(১) বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(২০০৯ও২০১৪), প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা	৪৬০.০০ লক্ষ টাকা (চার শত ষাট দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)	৪৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা। (চার শত চুয়ান্ন দশমিক ছয় ছয় লক্ষ টাকা)	৯৮.৮৪%
(২) পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২০০৮-২০১৩), প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৯.৫৯ লক্ষ টাকা।	৪০.০০ লক্ষ টাকা । (চার শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)	৩৯.০২ লক্ষ টাকা। (উনচলি- শ দশমিক শূন্য দুই লক্ষ টাকা)	৯৭.৫৫%
(৩) **''বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নার্সারীসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন''** প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১.০০ লক্ষ টাকা।	৯৯.০০ লক্ষ টাকা (নিরানব্বই দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)	৯৯.৯৭৮ লক্ষ টাকা (নিরানব্বই দশমিক নয় সাত আট লক্ষ টাকা	৯৯.৯৭% ।

(ঙ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের উলে- খযোগ্য অর্জনসমূহঃ

ক্রঃ নংঃ	বিষয়	২০১০-১১ অর্থ বছরে	২০১১-১২ অর্থ বছরে	২০১২-১৩ অর্থ বছরে
১।	তুঁত চারা উৎপাদন	৬.০০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি
২।	উৎপাদিত তুঁতচারা রোপনের জন্য সরবরাহ	৬.০০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি
৪।	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.৯৫৬০ লক্ষ কেজি	০.০৮০৩ লক্ষ কেজি	০.০৫৭৮ লক্ষ কেজি
৩।	রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	৪.৬৭ লক্ষটি	৪.৪০ লক্ষটি	৪.৪২৭ লক্ষটি
৫।	রেশম গুটি উৎপাদন	১.৭৬ লক্ষ কেজি	১.৮০ লক্ষ কেজি	১.২২ লক্ষ কেজি
৭।	রেশম সুতা উৎপাদন	২১৫৯.১২৫ কেজি	৩৯৫৪.৭১৫ কেজি	১৬৩৯.৪২ কেজি
৮।	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	১৫৩৬ জন	৮৫৭ জন	৬৪১ জন

৩.২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ঃ

- হস্ড়চালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। দেশে বর্তমান বস্ত্র চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ ও দেশজ মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৩ ভাগ তাঁত শিল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক থেকে তাঁত শিল্প খাতের অবদান এক হাজার কোটি টাকার অধিক। এ তাঁত শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক জড়িত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে ২য়

বৃহত্তম। পল-ী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সেখানে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০০৩ সালের তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি, যার মধ্যে ৩.১৩ লক্ষ তাঁত চালু এবং অবশিষ্ট ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল। তাঁত অচল থাকার কারণ মূলতঃ চলতি মূলধনের অভাব।

- **বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য ঃ** জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্প তথা তাঁতীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পরও আর্থ-সামাজিক জীবনে তাঁরা নিতান্তই দরিদ্রক্লিষ্ট ও অনুন্নত ছিল। পেশাগত জীবনেও তাঁরা বরাবর শোষন ও বঞ্চণার শিকার হতো। বিশেষ করে উৎপাদন উপকরণ ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই তারা ক্ষতিগ্রস্থ। দীর্ঘ সময়ে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক জীবনে মান উন্নয়নে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সময়েরর সাথে সাথে তারা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। অনেকে তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। কেউবা বেকার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব নিঃস্ব তাঁতীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণদান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দানসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত তাঁত শিল্পের সঠিক উন্নয়ন ও বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড) গঠন করা হয়।

- **বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ** বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ক্ষমতা 'পর্ষদ' এর উপর ন্যস্ত এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। চেয়ারম্যান এর অধীনে ৪ জন সার্বক্ষণিক সদস্য (যুগ্ন-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) ও একজন সচিব (উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) রয়েছেন। বোর্ডের রাজস্ব খাতে মোট ৩৫৬টি অনুমোদিত পদ রয়েছে, যার বিপরীতে মোট ২৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অরগানোগ্রাম পরিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ (লিখিত ও ছক আকারে)ঃ

তাঁতীদের সেবা মূলক কার্যক্রম

(ক) তাঁতী সমিতি নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ঃ

তাঁতী সমিতি নিবন্ধন	তাঁতী সমিতি পরিদর্শণ	তাঁতী সমিতি নিরীক্ষা	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন
প্রাথমিক তাঁতী সমিতি - ১ টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি - নাই	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি - ৭৬৪টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি - ৪২টি	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি-৭৭টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি -৩টি	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি- ১৩৭টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি - ২টি

(খ) তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদান ঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংখ্যা	মোট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংখ্যা
৮টি	২৬৬টি

(গ) তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক তাঁতীদের ঋণ প্রদান ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ			ঋণ আদায়	সরকারি কোষাগারে জমা
ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ		
৭৮২ জন	১৬১৮টি	১৮৪.০২	২৬৬.৫৪	৩০৩৮.৫২

(ঘ) ঈশ্বরদী বেনারসী পল-ী প্রকল্প ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প-ট সংখ্যা	প-ট বরাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	প-টের মোট মূল্য	মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
৯০টি	৯০ জন	৯৬.৮৫	১৬.৩৬

২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উলে-খযোগ্য অর্জনসমূহ ঃ

(ক) তাঁতী সমিতি নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষাঃ

বিবরণ	অর্থ বছর		
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১.নিবন্ধন ঃ প্রাথমিক তাঁতী সমিতি	২টি	২টি	১টি
২. পরিদর্শন ঃ (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি (খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	৪৬৬টি ৪৩টি	৪৯৬টি ৪৭টি	৭৬৪টি ৪২টি
৩. নিরীক্ষা ঃ (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি (খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	৬০টি ৩টি	৯৬টি ---	৭৭টি ৩টি
৪. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ঃ (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি (খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	২০০টি ৮টি	২৫৪টি ২টি	১৩৭টি ২টি

(খ) তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদান ঃ

অর্থ বছর	তাঁত কারখানার সংখ্যা
২০১০-১১	২টি
২০১১-১২	২টি
২০১২-১৩	৮টি

(গ) তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক তাঁতীদের ঋণ প্রদান ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ			ঋণ আদায়	সরকারি ঋণ ফেরৎ
	ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ		
২০১০-১১	৫২৪ জন	১০১৭ টি	১২১.২৩	২০৪.৬০	---
২০১১-১২	৮২৭ জন	১৭৪৩ টি	২১৪.৪৫	১৯৭.৪৪	--
২০১২-১৩	৭৮২ জন	১৬১৮ টি	১৮৪.০২	২৬৬.৫৪	৩০৩৮.৫২

(ঘ) ঈশ্বরদী বেনারসী পল-ী প্রকল্প ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প-ট সংখ্যা	প-ট বরাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
২০১০-১১	৯০টি	৯০ জন	৪.৮৪	৩.৫৭
২০১১-১২	৯০টি	৯০ জন	৪.৮৪	৫.৫২
২০১২-১৩	৯০টি	৯০ জন	৪.৮৪	১.৫৭

- **কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান ঃ** হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১২ হতে জুন-২০১৩ সময়ে ৪৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৭৪,৮৬,০৬১.০০ মার্কিন ডলার মূল্যমানের তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী রপ্তানীর লক্ষ্যে ৫৪৪টি কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে টাঙ্গাইল কটন শাড়ি ১৬,৬১,৫৭০ পিছ, তাঁত কটন শাড়ি ৩৪,১১,৯১৬ পিছ, জামদানী শাড়ি ৪৭৩ পিছ, লুংগি ২,০১,৫৬৬ পিছ, গামছা ৫০০ পিছ, হ্যান্ডলুম চেক ফেব্রিক্স ২,২৫,৩৩৩ মিটার এবং অন্যান্য তাঁতজাত পণ্য ৬৫,১০২ পিছ। কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র ফি বাবদ ২,৭২,৫০০.০০ টাকা আয় হয়েছে।

- **মেলা ও প্রদর্শনী (অভ্যন্তরীণ) ঃ** হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেশীয় তাঁতবস্ত্র মেলা/প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব মেলা/প্রদর্শনীতে তাঁতী সমিতির সদস্য/তাঁত কারখানার মালিক/তাঁতবস্ত্র রপ্তানীকারকগণ তাদের উৎপাদিত বস্ত্রাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬টি দেশীয় তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে ।

- **মেলা ও প্রদর্শনী (আন্তর্জাতিক) ঃ** হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রকে বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা এবং বিদেশে এর বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা/প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড তাঁতী সমিতির সদস্য, তাঁত কারখানার মালিক ও তাঁতবস্ত্র রপ্তানিকারকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে তাঁতী সমিতির ০১ জন সদস্যকে ভারতের নয়াদিল-ীতে ১৪-১৭ নভেম্বর'২০১২ সময়ে অনুষ্ঠিত Indian International Trade Fair (IITF) শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- **<u>উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত ঃ</u>**

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ (লিখিত ও ছক আকারে) ঃ

১। **তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত) ঃ** বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৪০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাংগাইল জেলার কালিহাতী, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় টাংগাইল জেলার কালিহাতী এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। কালিহাতী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের লে-আউট প-্যান অনুমোদন হয়েছে এবং ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের লে-আউট প-্যান ও ডিজাইন তৈরীর কাজ সম্পন্ন করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে গত ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় ১.০৭৬ একর জমি অধিগ্রহণ জর-রী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মোট ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের সংশোধিত ডিপিপি গত ০৬-০৩-২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় অনুমোদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্য থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১১৫.৯৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। **তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত) ঃ** দেশব্যাপী প্রান্তিক তাঁতীদের চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৫০১৫.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ১৮৬.৩০ লক্ষ টাকা তাঁতীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং মোট ২৮৯.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

৩। **বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী ঃ**

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘ দিনের পুরাতন ও জরাজীর্ণ বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার করার লক্ষ্যে আলোচ্য কর্মসূচীটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত (তিন বছর) সময়ে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৭১.৫৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ কর্মসূচীর অনুকূলে ১৬২.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১১৯.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৪। "সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মসূচি ঃ সিলেটের মনিপুরী উপজাতীয় তাঁতীদেরকে উন্নত প্রযুক্তিতে বয়ন, নক্সা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪২.১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ২৩.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও

ছাড় করা হয়। ছাড়কৃত অর্থের মধ্য থেকে এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ড় মোট ২১.২০৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে কর্মসূচীর অনুকূলে মোট ১৮০ জন মনিপুরী তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। **বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিট্টিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী ঃ** নরসিংদীস্থ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BHETI) কেন্দ্রের বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে প্রায় ১৮১.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে আলোচ্য কর্মসূচীটি অনুমোদিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কর্মসূচীটির অনুকূলে ৪৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্য থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ড় মোট ৪৩.৫৫ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ের মধ্যদিয়ে কর্মসূচীটি সফলভাবে বাস্ড়বায়িত হয়েছে।

৬। **বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরইকরণ, মাধবদী, নরসিংদী ঃ** বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হস্ড়চালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত "মাধবদীস্থ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরইকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে তাঁতীদের স্বল্প মুল্যে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ সেবা যথা- কাপড় রংকরণ, মার্সেরাইজিং, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হবে।

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য মোট ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের ডিপিপিটি গত ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৭। **তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন ঃ** দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সূতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় এলাকায় "Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive Areas" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই ৩টি সার্ভিস সেন্টার হলোঃ- (১) কালিহাতি, টাংগাইল; (২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং (৩) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

মোট ৫০৫৩.৯০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের ডিপিপিটি জুলাই, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য গত ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৮। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ (ছক আকারে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের পর্যায়	বিনিয়োগ ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১২-১৩ অর্থ বছরের অর্থ অবমুক্তি	২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯
১	তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৪)	অনুমোদিত	৩৫৫৫.৮৬	১২৫.০০	১২৫.০০	১১৫.৯৩৫	--
২	তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত)	অনুমোদিত	৫০১৫.৬০	--	--	--	প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী তাঁতীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
৩	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী (জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৪)	অনুমোদিত	৪৭১.৫৭	১৬২.২০	১৬২.২০	১১৯.২৪	--
৪	সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মসূচি (নভেম্বর, ২০১১- এপ্রিল, ২০১৩)	অনুমোদিত	৪২.১০	২৩.৪০	২৩.৪০	২১.২০৭৫	কর্মসূচীটি এপ্রিল, ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
৫	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী (জানুয়ারী, ২০১১- ডিসেম্বর, ২০১২)	অনুমোদিত	১৮০.৭৫	৪৫.২০	৪৫.২০	৪৩.৫৫	কর্মসূচীটি ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
৬	"বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরই'করণ, মাধবদী, নরসিংদী" প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৫)	অনুমোদিত (চলমান)	৩২৩২.১৩	--	--	--	প্রকল্পটি গত ০৭-৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	"তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন" প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩- ডিসেম্বর, ২০১৫)	অনুমোদিত (চলমান)	৫০৫৩.৯০	--	--	--	প্রকল্পটি গত ০৭-৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

৯। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্ড়বায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্ড়রিত তথ্যাবলিঃ

ক্রমিক নং	চলমান প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	চলমান প্রকল্পের বিস্ড়রিত তথ্যাবলী
১	"তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত)" (জুলাই,২০১০-জুন,২০১৪)	বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৪০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাংগাইল জেলার কালিহাতী, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় টাংগাইল জেলার কালিহাতী এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। কালিহাতী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের লে-আওট প-্যান অনুমোদন হয়েছে এবং ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের লে-আউট প-্যান ও ডিজাইন তৈরীর কাজ সম্পন্ন করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে গত ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় ১.০৭৬ একর জমি অধিগ্রহণ জর"রী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মোট ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের সংশোধিত ডিপিপি গত ০৬-০৩-২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় অনুমোদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্য থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ড় মোট ১১৫.৯৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩. ৩ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)ঃ

স্বাধীনতাপূর্ব ইপিআইডিসির স্থলে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই হতে ৭৪টি মিল নিয়ে বিটিএমসি'র যাত্রা শুর" হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। সরকারের বি-রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পনীতির আওতায় ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ড় সর্বমোট ৬৫টি মিল হস্ড়ান্ড়র, বিক্রি ও অবসায়ন করা হয়। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে চালু ও বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮টি মিল (২২ ইউনিট) রয়েছে(সংলগ্নী-১)। এর মধ্যে ৪টি মিল চালু আছে। ১টি মিল আংশিক চালু আছে। ২টি মিল যথাঃ খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলে পল-ী স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

(ক) উপরোক্ত ১৮টি মিলের মধ্যে ৩টি মিল যথাঃ (১) কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস্, (২) সিলেট টেক্সটাইল মিলস্ ও (৩) ভালিকা উলেন মিলস্ বেসরকারিকরণের নিমিত্ত প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(খ) জাতীয়করণকৃত ৩টি বাস্ড়ব সম্পদবিহীন নামসর্বস্ব মিল যথা- (১) পার"মা টেক্সটাইল মিলস, (২) এলাহী কটন মিলস, (

র"পালী কটন মিলস নামেমাত্র বিটিএমসি'র তালিকায় রয়েছে;

(গ) এছাড়াও টিআইডিসি নামক একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আছে, যা বর্তমানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিট্রেড প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি গভর্নিং বডির (বিটিএমএ) মাধ্যমে পরিচালনার জন্য ০৬-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে হস্ড়ান্ড়র করা হয়।

বিটিএমসি'র সার্বিক মিলের সংখ্যাঃ

ক্রঃনং (ক)	বিবরণ	মিল সংখ্যা
১	১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে জাতীয়করণকৃত মিল	৭৪টি
২	১৯৭৫-৮৪ সাল পর্যন্ড় বিভিন্ন সময় বিটিএমসি কর্তৃক স্থাপিত মিল	১২টি
৩	মোট (১+২)	**৮৬টি**
৪	১৯৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ড় সময়ে সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত মিল	৩২টি
৫	১৯৮২-৮৩ সালে অবসায়নের মাধ্যমে লিকুইডেশন সেল কর্তৃক বিক্রিত মিল	৩টি
৬	১৯৭৭-২০১০ সালে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত মিল	১৫টি
৭	২০০০-২০১১ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত মিল	৯টি
৮	২০০৩-২০০৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ড় ছিল	৬টি
	উপমোট (৪ হতে ৮ পর্যন্ড়)ঃ	৬৫টি
(খ)	বিটিএমসি'র বর্তমান মিলঃ	
*৯	চালু মিল(সার্ভিসচার্জ + ভাড়া)	৫টি
১০	বন্ধ মিল	১১টি
১১	টেক্সটাইল পল-ী স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন মিল	২টি
	উপমোট (৯ হইতে ১১ পর্যন্ড়)ঃ	১৮টি
১২	১৯৭১-৭২ সালে জাতীয়করণের তালিকায় নামমাত্র মিল(বাস্ড়ব সম্পদবিহীন)	৩টি
	মোট (৩ হইতে ১২ পর্যন্ড়)ঃ	৮৬টি

সাংগঠনিক কাঠামো এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

পরিচালনা পর্ষদঃ

১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস আদেশ নং-২৭(১৯৭২) এর ১১ ধারা মোতাবেক বিটিএমসির সার্বিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব/কর্তৃত্ব একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষদ এর উপর ন্যস্ড় করা হয়। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা চেয়ারম্যান এবং তিনজন যুগ্ম- সচিব মর্যাদার কর্মকর্তা পরিচালক দ্বারা বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়সহ বিটিএমসির অধীনস্ড় মিলসমূহের সকল কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

পদবী	দায়িত্ব
চেয়ারম্যান, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব ও সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা
পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	অর্থ, নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত কার্যাদি পরিচালনা
পরিচালক (বাণিজ্য) যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ড় কার্যাদি পরিচালনা
পরিচালক(কারিগরী) যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	উৎপাদন,রক্ষণাবেক্ষণ,মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড়কার্যাবলী পরিচালনা

এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের কার্যক্রমঃ

মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকীর জন্য প্রতিটি মিলে একটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিটিএমসির পরিচালক মন্ডলীর একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি । এছাড়া বিটিএমসির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সংশি- ষ্ট মিল প্রধান আলোচ্য বোর্ডের পরিচালক।

জনবলঃ জনবলঃ বিটিএমসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতিমালার আলোকে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বস্ত্রকলসমূহ বিরাষ্ট্রিয়করণ/ব্যক্তি মালিকানাধীন হস্ড়ান্ড়রিত করার প্রেক্ষিতে বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়সহ বস্ত্র কলগুলিতে পর্যায়ক্রমে লোকবল হ্রাস করে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকিয় জনবল দ্বারা বর্তমানে বিটিএমসির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৩ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ড় বিটিএমসি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে স্থায়ী জনবলের সংখ্যা ২৬২ জন এবং অস্থায়ী জনবলের সংখ্যা ১৩৩৪ জন।

উৎপাদিত পণ্যঃ বর্তমানে বিটিএমসির অধীনস্ড় মিলগুলিতে বয়ন বিভাগ বন্ধ অবস্থায় আছে ফলে শুধুমাত্র স্পিনিং বিভাগ চালু আছে এবং সুতা উৎপাদন কার্যক্রম চালু আছে। সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিটিএমসির উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ১৬.৬৮ লক্ষ কেজি যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের (২০১১-২০১২) ৯.৩৬ লক্ষ কেজি।

সার্ভিসচার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনঃ ১৯৯৬-৯৭ সাল হতে বিটিএমসি'র অধীনস্ড় মিলগুলি সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে চালু আছে। এই পদ্ধতিতে সার্ভিসচার্জ পার্টি কর্তৃক সরবরাহকৃত তুলা দ্বারা সূতা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন কাজের জন্যে বিটিএমসি নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নিয়ে থাকে এবং পার্টি নিজ উদ্যোগে তার সুতা বিক্রয়/বিপনন করে থাকে। ফলে ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিটিএমসির কোন সংশি- ষ্টতা নেই।

সার্ভিসচার্জে আয়ের বিবরণঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে আয় হয়েছে ৭১৪.৫০ লক্ষ টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরে (২০১১-২০১২) ছিল ৩৬১.৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে বিটিএমসির জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ ১৬.২৯ লক্ষ টাকা। বিটিএমসির জন্মলগ্ন থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ড় সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের মোট পরিমাণ ৭১৩.৪৫ কোটি টাকা।

(ক) একনজরে বিটিএমসির সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩)ঃ (কোটি টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
(ক)	আয়ঃ	১৪.২৮	১৭.৯৯	৩২.২৭
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৫.০৪	৯.৯৪	১৪.৯৮
	২। অন্যান্য ব্যয়	১১.৮২	২৪.১৬	৩৫.৯৮
(গ)	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	(২.৫৮)	(১৬.১১)	(১৮.৬৯)
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	২৫.৯৩	১১.০০	৩৬.৯৩
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	৪২.৭৯	৪৫.১০	৮৭.৮৯

(খ) একনজরে বিটিএমসি'র প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৩-২০১৪)ঃ (কোটি টাকায়)ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
(ক)	আয়ঃ	১৩.৫৩	২৮.৯৭	৪২.৫০
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৫.১৫	১৫.৯৭	২১.১২
	২। অন্যান্য ব্যয়	১১.৯১	২৮.৮৯	৪০.৮০
(গ)	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	(৩.৫৩)	(১৫.৮৯)	(১৯.৪২)
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	১৮.০৩	১০.৮৮	২৮.৯১
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	৩৫.০৯	৫৫.৭৪	৯০.৮৩

বিটিএমসির মিলগুলো পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যাঃ

(ক) বিটিএমসির অধিকাংশ মিল পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যন্ত্রপাতি পুরাতন ও জীর্ন হওয়ার কারণে দেশে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন মিলসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনশীলতা ও গুনগতমান সম্পন্ন সুতা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছেনা, ফলে বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

(খ) মিলসমূহের আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, পুরাতন যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন,উপযুক্তরক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও গুনগতমান সম্পন্ন মেশিনারীজ সংগ্রহের সমস্যার কারণে বাজার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের সুতা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

(গ) ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলসমূহে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের সুতা ও বিদেশ হতে বিভিন্ন উৎসে সুতা ও কাপড় বাজারে অনুপ্রবেশের ফলে বিটিএমসি মিলসমূহে উৎপাদিত সুতা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

(ঘ) স্বেচ্ছাবসর কার্যক্রমে দক্ষ জনবল বিদায় হওয়ায় বিটিএমসির মিলসমূহে ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও পেশাগত জনবলের অভাবে মিলসমূহে দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা এবং কাঁচাতুলার অস্থিতিশীল মূল্য সার্ভিস চার্জ পার্টিকে মিলসমূহ গতিশীল অবস্থায় চালানোর ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল/দোদুল্যমান অবস্থায় রেখেছে।

(চ) বিটিএমসির মিলগুলোর বকেয়া ইউটিলিটি সার্ভিস(বিদ্যুৎ, গ্যাস, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) বাবদ জুলাই,১৩ পর্যন্ড় ২২.৫৬ কোটি টাকা মধ্যে আংশিক ০.৯৩ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে, বাকী ২১.৬৩ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম খাতে বকেয়া ০.৭৭ কোটি টাকা। বিটিএমসি মিলসমূহে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণকারী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন খাতে ৬.৬৫ কোটি টাকা, মেডিকেল ভাতা ১.১৬ কোটি টাকা, এ ছাড়া বিটিএমসি মিলসমূহে মৃত্যুবরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুত ও পদত্যাগকৃত জনবলের বকেয়া ০.৮৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

(ছ) বেসরকারীকরণের তালিকাভুক্ত মিলসমূহে, আইন ফি অত্যাবশ্যকীয় জনবলের বেতন ভাতা অন্যান্য ব্যয় খাতে সরকার/প্রাইভেটাইজেশন কমিশন থেকে অর্থ যোগান না দেয়া।

(জ) ৩০-৬-২০১২খ্রিঃ তারিখের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিটিএমসির অধীনস্থ মিলসমূহের সরকারী ঋণের দায় ৮৩৩.৭০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেনাদার খাতে দায়ের পরিমাণ ৫৭৩.০২ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ৩৯০.৮৫ কোটি টাকা (২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ডিএসএল নির্দেশিকা অনুযায়ী) এ সকল ঋণ পরিশোধ করতে না পারা।

(ঝ) বেসরকারীকরণকৃত মিলের দায়-দেনা সমন্বয় না করা।

সমস্যা উত্তরণের উপায়ঃ

(ক) বিটিএমসির অধিকাংশ মিলই পঞ্চাশ, ষাট দশকে পুরাতন অসংগতিপূর্ণ মিলসমূহে স্থাপিত ক্ষমতা ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণপূর্বক রপ্তানীমূখী নিটিং গার্মেন্টেসের এর চাহিদা পূরণকল্পে বিএমআর(ই) কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(খ) বিটিএমসির অধীনস্ড় মিলসমূহের বিপরীতে নেয়া স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপরে পুঞ্জিভূত সুদ মওকুফকরা। যাতে মিলসমূহের উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করে ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

(গ) শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত মিলগুলোর বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ হস্ড়ান্ড়র নীতিমালা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক পরিশোধ/সমন্বয় করা।

(ঘ) এছাড়াও শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হস্ড়ান্ড়রিত মিলগুলোর বিপরীতে চলতি দায় খাতে বিটিএমসির পাওনা, ব্যাংক দেনা ইত্যাদি চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তির বিষয়ে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(ঙ) বেসরকারীকরণের আওতায় বিক্রিত সকল মিলের দায়-দেনা হস্ড়ান্ড়র চুক্তি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গ্রহণ অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদীসরকারী ঋণ, ইক্যুইটি দীর্ঘ মেয়দী ঋণ যথাক্রমে (১৩২.৭১+৮৮.০২+১৪৫.৩৪)=৩৬৬.০৭(৩০-৬-১২) সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) কোটি টাকা বিটিএমসি খাতে সরকারী হিসাবে অবলোপন(Write-off) করা। উক্ত মিলগুলোর নিকট বিটিএমসি চলতি ও আমদানী খাতে ৫৯৯.৭২কোটি টাকা প্রাপ্য। উক্ত দায়-দেনা সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে বিটিএমসিকে প্রদত্ত সরকারী ঋণের সাথে সমন্বয় (Book Adjustment) করা।

(চ) শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পাওনা, বকেয়া মেডিকেল ভাতা, ব্যাংক দায়-দেনা ও ইউটিলিটি সার্ভিস খাতে পাওনা পরিশোধের জন্য বিটিএমসির অনুকুলে সরকারী তহবিল থেকে জর"রী ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া।

(ছ) ডিএসএল খাতে ৩.৯১ কোটি টাকা(২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ডিএসএল নির্দেশিকা অনুযায়ী) ইক্যুইটিতে র"পান্ড়রের ব্যবস্থা গ্রহণ।

যে সকল পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন/ চলমান রয়েছেঃ

(ক) মিলসমূহের উদ্বৃত্ত জমি বিক্রয়লব্দ অর্থ দ্বারা সংশি- ষ্ট মিলসমূহের গৃহীত ঋণ/দায়-দেনা পরিশোধের বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে কিছু কিছু মিলের জমি বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(খ) বর্তমান অর্থ বছরে (২০১২-২০১৩) ৪ টি মিল সার্ভিস চার্জে পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে এবং ১টি মিল আংশিক চালু আছে। এভাবে মিলগুলো না লাভ-না ক্ষতি পদ্ধতিতে চালানোর সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এর ফলে মিলসমূহে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং মিল চালু থাকায় সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের দেশীয়/স্থানীয় সুতার চাহিদা পূরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

(গ) বিটিএমসির মিলগুলোতে ১৯৯৭ সাল থেকে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তন/চালু করা হলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোকে সকলক্ষেত্রে লাভজনক বা ব্রেক ইভেনে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে যৌথ উদ্যোগে মিল স্থাপন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই অন্তর্বর্তী সময়ে কোন কোন মিল সার্ভিস চার্জে আবার কোন কোন মিলে উন্নত প্রযুক্তির মেশিন প্রতিস্থাপন করে লাভজনক পর্যায়ে চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) বিটিএমসির মিলগুলোকে অলাভজনক অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে পিপিপি এর মাধ্যমে পরিচালনা করা।

(ঙ) বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনায় ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরীর অংশ হিসেবে বিটিএমসি হতে A Concept Paper on Re-organization of BTMC বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের মালিকানায় হস্তান্তরিত ৯টি মিল।

ক্রমিক নং	মিলের নাম	ঠিকানা	স্থাপনার বছর	বর্তমান অবস্থা
১	ফাইন কটন মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	বন্ধ
২	লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ	গোদনাইল,নারায়ণগঞ্জ	১৯২৫	বন্ধ
৩	মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬২	চালু
৪	পাইলন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	ফৌজদারহাট,চট্টগ্রাম	১৯৬৩	বন্ধ
৫	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৫২	বন্ধ
৬	ক্যারিলিন সিল্ক মিলস্ লিঃ	ফৌজদারহাট,চট্টগ্রাম	১৯৬৪	বন্ধ
৭	মন্নু টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	আংশিক চালু
৮	ঢাকা কটন মিলস্ লিঃ	পোস্তগোলা, ঢাকা	১৯৩৮	আংশিক চালু
৯	ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ	ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম	১৯৩৯	বন্ধ

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে চালু/বন্ধসহ ১৮টি মিলের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	মিলের নাম	অবস্থান	স্পনসর	প্রতিষ্ঠার বছর	আংশিক বিএমআরই	স্থাপিত ক্ষমতা টাকু	স্থাপিত ক্ষমতা তাঁত
	সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে/ভাড়ায় চালু/বন্ধ মিল সমূহঃ						
১	(ক) বেংগল টেক্সটাইল মিলস-১ (বন্ধ)	যশোর	পি,ও-২৭	১৯৬২	১৯৯৬	১৭২৯৬	-
	(খ) বেংগল টেক্সটাইল মিলস-২ (বন্ধ)	ঐ	বিটিএমসি	১৯৮৫	-	২৫০৮৮	-
২	(ক) সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস-১ (বন্ধ)	সাতক্ষীরা	বিটিএমসি	১৯৮০	-	২৪৯৬০	-
	(খ) সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস-২ (বন্ধ)	ঐ	বিটিএমসি	১৯৯৫	-	১৪৪০০	-
৩	রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস(সার্ভিস চার্জে চালু)	রাজশাহী	বিটিএমসি	১৯৭৫	-	২৫০৫৬	-
৪	দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	নীলফামারী	বিটিএমসি	১৯৭৭	-	২৫০৫৬	-
৫	ভালিকা উলেন মিলস (বন্ধ)	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬৩	-	৩২০০	৪০
৬	(ক) আমিন টেক্সটাইল মিলস-১ (বন্ধ)	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬১	-	১৪৮০০	-
	(খ) আমিন টেক্সটাইল মিলস-২(সার্ভিস	ঐ	বিটিএমসি	১৯৮৬	-	২৫০৮৮	-

	চার্জে চালু)						
৭	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	ফেনী	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৯৬	১৭৬০৮	-
৮	কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	কুড়িগ্রাম	বিটিএমসি	১৯৮৪	-	১২৫২৮	-
** ৯	আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস(ভাড়ায় চালু)	ঢাকা	পি,ও-২৭	১৯৫৪	-	৩৩১১৬	৩১২
১০	(ক)টাংগাইল কটন মিল-১(বন্ধ)	টাংগাইল	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৯৬	১৩৬৫৬	-
	(খ)টাংগাইল কটন মিল-২(বন্ধ)	ঐ	বিটিএমসি	১৯৭৮	-	১২৫০০	-
১১	দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	দিনাজপুর	বিটিএমসি	১৯৭৫	১৯৯৬	২৪৬২৪	-
১২	আর,আর, টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬৩	১৯৯৬	৩১৪০০	-
১৩	রাংগামাটি টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	রাংগামাটি	বিটিএমসি	১৯৭৭	-	১৮৫৭৬	-
১৪	কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	গাজীপুর	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৯৬	১৬৮২৪	-
১৫	মাগুরা টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	মাগুরা	বিটিএমসি	১৯৮১	-	২৫০৫৬	-
১৬	সিলেট টেক্সটাইল মিলস (বন্ধ)	সিলেট	বিটিএমসি	১৯৭৮	-	২৫০৫৬	-
	টেক্সটাইল পলী স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন লে-অফ মিলঃ						
১৭	খুলনা টেক্সটাইল মিলস	খুলনা	পি,ও-২৭	১৯৩১	-	১২৪৪৮	৯৭
১৮	চিত্তরঞ্জন কটন মিল(ভাড়ায় চালু)	নারায়ণগঞ্জ	পি,ও-২৭	১৯২৯	-	১৯৮০৪	৩৯৫
	মোটঃ ১৮ টি মিল					৪৩৮১৪০	৮৪৪

** আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের বয়ন, ডাইং ও প্রিন্টিং বিভাগ ভাড়ায় আংশিক চালু আছে।

৩.৪ বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) ঃ

১৯৫২ সালে ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জে বাওয়া জুট মিলস লি: স্থাপনের মাধ্যমে এতদ অঞ্চলে পাট শিল্পের যাত্রা শুর" হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই জুট মিলের সংখ্যা ৭৫ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalisation Order, 1972)অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যাক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসির মোট ৬৭টি পাটকলের পরিচালনা,তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫১,৮৭ এবং ১৫৩ অনুযায়ী আরও ১০টি জুটমিল জাতীয়করন করে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনে ন্যস্ড় করা হয়। অত:পর ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে দুটি নন-জুটমিল বিজেএমসির অধীনে ন্যস্ড়করন,বিজেএমসি কতৃর্ক ১টি নন-জুটমিল ও ২টি কার্পেট মিল স্থাপনের মাধ্যমে সর্বমোট মিল সংখ্যা দাড়াঁয় ৮২টি। সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী মোট ৮২টি পাটকল হতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ সময়কালে মোট ৪৩টি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণের এবং ১টি পাটকল (বনানী) ময়মনসিংহ পাটকলের সাথে একীভূত করার পর বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীন মিল সংখ্যা ৮২ থেকে কমে ৩৮টিতে দাড়াঁয়। ১৯৯৩ থেকে বিশ্ব ব্যাংকের পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সরকারী সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী এপর্যন্ড় বিভিন্ন সময়ে মোট ১১টি মিল বন্ধ/বিক্রি/একীভূত করার ফলে বর্তমানে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রনাধীন মিলের সংখ্যা দাড়াঁয় ২৭টি। উলে- খ্য, এর মধ্যে ইউনাইটেড,মেঘনা ও চাদঁপুর জুট মিলকে একটি প্রকল্প এবং আমিন ওল্ডফিল্ডকে আমিন জুটমিলের সংগে সংযুক্ত ধরে বর্তমানে মিলের সংখ্যা ২৭টি বিবেচনা করা হয়।

(২) বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলী ঃ

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭ এর বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে বিজেএমসির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তদনুযায়ী, বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা পর্যায়ের একজন চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা পর্যায়ের পাচঁজন কর্মকর্তাকে পরিচালক এবং একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সচিব নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলী গঠন করা হয়েছে। পরিচারকমন্ডলী সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বিধি/বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করে থাকেন।

(৩) এন্টারপ্রাইজ বোর্ড ও এর কার্যক্রম ঃ

মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকীর জন্য প্রতিটি মিলে একটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি। এছাড়া বিজেএমসি'র একজন উর্ধতন কর্মকর্তা এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংক-এর প্রতিনিধি, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও সংশি- ষ্ট মিল প্রধান আলোচ্য বোর্ডের পরিচালক। প্রতি তিন মাস অন্ড়র এই বোর্ডের সভায় মিলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে মিল পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

(৪) আঞ্চলিক দপ্তর ও এর কার্যক্রম ঃ

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। চট্রগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে সমন্বয়কারী ও একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা। আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও এক জন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশি-ষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকীতে নিয়োজিত আছেন ৩০-৬-২০১৩ তারিখে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকল/মিল কারখানার সংখ্যা ছিল ২৭টি (বন্ধ মিল-১টি সহ) যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মিল সংখ্যা

পাটকল ঃ	১।	(ক)	চালু পাটকল	ঃ	(হেসিয়ান,স্যাকিং,বিবিসি)	২১	টি
		(খ)	কার্পেট/ইয়ার্ণ ফ্যাক্টরী	ঃ		২	টি
		(গ)	লীজে-এ চালু পাটকল	ঃ		-	
					মোট	২৩	টি
	২।	চালু নন-জুট মিল ঃ					
		(ক)	গালফ্রা হাবিব	ঃ	(পাট কলের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ)	১	টি
		(খ)	মিলস ফার্নিশিং	ঃ	(সিবিসি'র জন্য পেপার টিউব)	১	টি
		(গ)	জুটো-ফাইবার গ-াস ইন্ডাঃ	ঃ	(জুট প-াষ্টিক সামগ্রী)	১	টি
					মোট	৩	টি
			চালু জুট ও নন-জুট সহ মোট মিল			২৬	টি
	৩।		বন্ধ মিল মোট			১	টি
			সর্ব মোট			২৭	টি

(৫) প্রযুক্তি ঃ

পাটকলসমূহে কাঁচাপাট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পাটজাতদ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে সংস্থার আওতাভুক্ত পাটকলসমূহে হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ব-াংকেট, এবিসি, উন্নত ধরনের পাটের সূতা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া (১) মিল ফানিশিংস এ ষ্ট্রবোর্ড ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে পেপার টিউব (২) জুটো ফাইবার গ্যাস ইন্ডাষ্ট্রিজ এ পাটজাত পণ্য, প-াষ্টিক ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে জুট প-াষ্টিক সামগ্রী (৩) গালফ্রা হাবিব এ পাট শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়।

(৬) উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজারের অবস্থা ঃ

বাংলাদেশ পাটকল সংস্থার আওতাধীন মিলসমূহে উৎপাদিত পাটজাতদ্রব্যের শতকরা প্রায় ৮২% বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। অবশিষ্ট শতকরা ১৮% দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় করা হয়।

(৭) লোকসান এবং কাঁচাপাট ক্রয়ের জন্য সরকারী কোষাগার/সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো থেকে প্রদত্ত ঋণের বছরওয়ারী বিভাজন।

বছর	মোট লোকসান (কোটি টাকায়)	সরকারী কোষাগার/সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকগুলো থেকে কাঁচাপাট ক্রয়ের জন্য সরকারী অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
২০০০-০১	৩৭৭.৩৪	১৫৫.০০
২০০১-০২	৪৫৫.৬৫	১০০.০০
২০০২-০৩	১৯৮.৫০	১৫০.০০
২০০৩-০৪	২১১.১৭	৬৫.০০
২০০৪-০৫	১৭৩.৮৭	৬০.০০
২০০৫-০৬	১৩৬.৩২	-
২০০৬-০৭	৩৮৫.৪৭	-
২০০৭-০৮	১৪৮.১২	১৫০.০০

২০০৮-০৯	২৯৬.৩৫	২২৫.০০
২০০৯-২০১০	২১৩.৭৯	২০০.০০
২০১০-২০১১	১৩.০২	২০০.০০
২০১১-২০১২	৯২.১১	২০০.০০
২০১২-২০১৩	৩১৮.৩৬	১০০.০০

উৎপাদনঃ

বিপনন বিভাগের সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীন পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন কর্মসূচি জোরদার করে তথা ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের উপর জোর দেয়ার প্রয়োজনীয় গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তাগন নিয়মিত সরেজমিনে মিল পরিদর্শন করে উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রন, মান অনুযায়ী পাট ক্রয়ে সার্বিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। ফলে অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ পরিহার করে মিলগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা (২.৫০লক্ষ মে: টন)অনুযায়ী উৎপাদনের হার ৭৭%

প্রশিক্ষনঃ

প্রশিক্ষন কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
৪৭ টি	৭১৮ জন

বিপনণঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিজেএমসি ১৭৭.০৪ হাজার মে:টন রপ্তানী করে প্রায় ১৩৬৩.১৯ কোটি টাকা আয় করেছে এবং স্থানীয় ভাবে পাট পন্য বিক্রয় করে ২৭.৮৭৫ হাজার মে: টন, যার মুল্য ২৯৯.২২ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা কার্যক্রমঃ

আদমজী জুট মিলস এর (২ নং মিল), রাজশাহী জুট মিলস ইউনিট-২, এম এম লি:, আর আর লি:, পূনরায় চালুর প্রস্ড়াবসহ অর্থায়ন চাওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষন ঃ

(ক) সংস্থার অধীনস্থ মিলগুলোর মেসিনারী সচল ও দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে (র্ন্টিন, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী) মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি সরজমিনে অবলোকন করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(খ) মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পূর্বক মিল মেশিনারীর জটিল ধরনের ত্রুটি দুরীকরণর্থে ব্যয় বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরী মতামত প্রদান,মিল ওয়ার্কশপে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী কল্পে এবং সংশি-ষ্ট পরিচালক, বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয় এবং সরকারী অন্যান্য কার্যালয়কে চাহিদা মাফিক তথ্যাদি প্রদান করা হয়।

প্রশাসন ঃ

১) সেট-আপ সংশোধনের কার্যক্রম ও প্রবিধানমালা সংশোধনী চলছে ।

২) ৩০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে ।

৩) ২৮৬ জন কর্মকর্তাকে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং শূন্য পদে আরও নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বিজেএমসির অধীনস্থ মিল সমূহের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকান্ডের বিবরণ ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি

১) কাঁচা পাট ক্রয় ঃ

পাটকল মিলঘাটে ও দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে অবস্থিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিজেএমসির প্রয়োজনীয় পাট ক্রয় করে।

পরিমানঃ লক্ষ বেলঃ

বিবরন	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২
কাঁচা পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	১২.৩৮	১৩.১১
ক্রীত পাটের পরিমাণ	১০.২২	১১.৫০
ক্রীত পাটের প্রতি কুইন্টাল গড় দর (টাকা)	৩৪৫৯.৪৬	২৬০৪
ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ	১১.০৯	৮.৬৬
ক্রয়কৃত পাটের মূল্য (কোটি টাকায়)	৬৩৬.৪৩	৮১৯.৫২
বৎসরান্ড়ে মজুদ	২.৮৯	৫.৮৭
পাট ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	১৭৪	১৩৭

২) **রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য** ঃ (পরিমাণ: মেঃ টন ঃ মূল্য: কোটি টাকায়)

পণ্যের বিবরণ	২০১২-২০১৩		২০১১-২০১২	
	পরিমাণ (মে: টন)	মূল্য কোটি টাকায়	পরিমান (মে: টন)	মূল্য কোটি টাকায়
হেসিয়ান	৩০০৭৭	২৭৬.৬০	২৩১৫৭	২৪৩.২১
স্যাকিং	১২৮৮৪৯	৯৫৮.৬০	৯৩১৫৪	৭২৮.৬১
সিবিসি	৭২৮৫	৬৮.৩১	৩৮৬৮	৪৩.২৭
অন্যান্য	১০৮২৭	৫৯.৬৮	৭৯২০	৪৩.০৪
মোট ঃ	১৭৭০৩৭	১৩৬৩.১৯	১২৮১০৩	১০৫৮.১৩

৩) **স্থানীয় বিক্রয় পরিমাণ ও মূল্যঃ (পরিমান মেঃ টন, মূল্য ঃ কোটি টাকায়)**

পণ্যে বিবরণ	২০১২-২০১৩		২০১১-২০১২	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)
হেসিয়ান	২৭৬৯.৩৬	৩০.৩৭	২৫৬৫	২৭.৯৯
স্যাকিং	২১৩৫১.৭২	২০৮.৮৮	৯৫৯৬	৯২.৬১
সিবিসি	১৫৮৮.৩০	১৬.৫১	১৪৩০	১৫.৯৩
অন্যান্য	২১৬৫.৩১	৪৩.৪৬	৩১৩৫	৬৪.৭৩
মোট ঃ	২৭৮৭৪.৭৭	২৯৯.২২	১৬৭২৬	২০১.২৬

৪) **জনবলের বিবরণ (৩০-৬-২০১৩ তারিখে)**

বিবরণ	সেটআপ (৩১-১২-২০০৪)	কর্মরত (জুন'২০১৩)
কর্মকর্তা	১৯০৭	১৪২৯
কর্মচারী	৪০০৮	৩৫৬১
তালিকা ভূক্ত শ্রমিক স্থায়ী	২৪২৫২	৩৩৮৬১
বদলী/ক্যাজুয়াল শ্রমিক	২১৪১০	২৮৬৬৬
মোট শ্রমিক	৪৫৬৬২	৬২৫২৭

বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের নাম ও অবস্থান ঃ

ক্রমিক নং	মিল সমুহের নাম	অবস্থান
	ঢাকা অঞ্চল	
১	বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ	ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী
২	করিম জুট মিলস লিঃ	ডেমরা, ঢাকা।
৩	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ	ডেমরা, ঢাকা
৪	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	নরসিংদী
৫	রাজশাহী জুট মিলস লিঃ	শ্যামপুর, রাজশাহী

৬	জুটো ফাইবার গ-াস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (নন-জুট)	তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৭	জাতীয় জুট মিলস লিঃ	রায়পুর, সিরাজগঞ্জ
	চট্রগ্রাম অঞ্চল	
৮	আমিন জুট মিলস লিঃ ও ওল্ড ফিল্ডস লিঃ	ষোল শহর, চট্রগ্রাম
৯	গুল আহমদ জুট মিলস লিঃ	কুমিরা, বারবকুন্ড, চট্রগ্রাম
১০	হাফিজ জুট মিলস লিঃ	বার আওলিয়া, চট্রগ্রাম
১১	এমএম জুট মিলস লিঃ (পরীক্ষামূলক ভাবে চালু)	বার আওলিয়া, চট্রগ্রাম
১২	আর আর জুট মিলস লিঃ (পরীক্ষামূলক ভাবে চালু)	বার আওলিযা, চট্রগ্রাম
১৩	বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী লিঃ	নর্থ কাট্রলী, চট্রগ্রাম
১৪	কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ (লীজ)	রাংগুনিয়া, চট্রগাম
১৫	ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী (লীজ)	রাংগুনিয়া, চট্রগ্রাম
১৬	গালফ্রা হাবিব লিঃ (নন-জুট)	বারব কুন্ড, চট্রগ্রাম
১৭	মিলস ফার্নিসিং লিঃ (নন-জুট)	নাসিরাবাদ, চট্রগ্রাম
	খুলনা অঞ্চল	
১৮	কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	রাজঘাট, নোয়াপাড়া, যশোর
১৯	যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	রাজঘাট, নোয়াপাড়া, যশোর
২০	আলীম জুট মিলস লিঃ	আটরা শিল্প এলাকা, খুলনা
২১	ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	আটরা শিল্প এলাকা, খুলনা
২২	ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	টাউন খালিশপুর, খুলনা
২৩	প-াটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিঃ	টাউন খালিশপুর, খুলনা
২৪	স্টার জুট মিলস লিঃ	চন্দনীমহল, খুলনা
২৫	খালিশপুর জুট মিলস লিঃ	টাউন খালিশপুর, খুলনা
২৬	দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ (পরীক্ষামূলক ভাবে চালু)	টাউন খালিশপুর, খুলনা

বন্ধ মিল ঃ

২৭	মনোয়ার জুট মিলস লিঃ	সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

৩.৫ বাংলাদেশ জুট করপোরেশন (বিজেসি) ঃ

১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই ৩০নং অধ্যাদেশ মূলে নিম্নলিখিত সংস্থা সমূহকে একীভূত করে সরকার বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন গঠন করা হয়ঃ

১। বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৭ সন) ;
২। জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৭ সন) ;
৩। বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭২ সন) ;
৪। এ.পি.সি. র‍্যালী বাংলাদেশ লি: (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১ সন) ;
৫। স্পেশাল প্রপার্টি জুট সেল (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৫ সন)।

বিজেসি গঠনের পর সংস্থাটির অব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা হ্রাস, কৃত্রিম তন্তুর ব্যাপক প্রসারের দরুন বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে বিজেসি তার পাটের বাজার হারিয়ে অব্যাহত লোকসানের দায়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকার ১৯৯৩ সনে ২৪/৯৩ আইন বলে বিজেসি বিলুপ্ত করে এবং ২৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়ে বিলুপ্ত সেল গঠন করে। বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল সম্পদ অধিকার/ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্যান্য সকল দাবী ও অধিকার সরকারে ন্যস্ড় করে। বিজেসি বিলুপ্ত সেল-এ বর্তমানে ৪১জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে।

বিলুপ্ত বিজেসির প্রেস হাউজ, ক্রয় কেন্দ্র , গুদাম ও অন্যান্য অংগন ও সম্পত্তি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত ঐগুলির ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ বিজেসির মূল দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশে বিজেসির প্রায় ১০১৫ কোটি টাকা মূল্যের ২৮৬.১০ একর সম্পত্তি অবিক্রিত রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৯২টি সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছে।

বিক্রয়লব্দ অর্থের পরিমান ২০০.৮৪ **কোটি টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে। অবশিষ্ট** ১৪৮**টি অংগনের সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। এ সকল অবিক্রিত সম্পত্তিতে মামলা মোকদ্দমা, আংশিক বেদখল ও রেকর্ডপত্রে গরমিল থাকায় বিক্রয় প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।** মহামান্য **হাইকোর্ট** বিভাগে, মহামান্য **সুপ্রীমকোর্টের** আপীল বিভাগে **ও দেশের বিভিন্ন আদালতে বিজেসির বিচারাধীন মামলার সংখ্যা** ২১৮**টি এবং নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা** ৭১২**টি।** এ সরকারের সময় নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ১৪টি।

২০১২-২০১৩ সালে সম্পাদিত কাজের বিবরণ ঃ

(১) সম্পত্তি সংক্রান্ড় ঃ

উলি- খিত সময়ে ৫টি সম্পত্তির বিক্রয় দলিল সম্পাদন হয়েছে।

(২) মোকদ্দমা সংক্রান্ড় ঃ

উলি- খিত সময়ে ১৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নতুন মামলা রুজু হয়নি। বর্তমানে মোট ২১৮টি মামলা আছে।

(৩) নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ড় ঃ

উলি- খিত সময়ে ১৪টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ৭২৬টি।

(৪) অবসর গ্রহণ ও চূড়ান্ড় পাওনা পরিশোধ ঃ

উলি- খিত সময়ে ০৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন, কেহ মারা যাননি এবং ০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ড় পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে, অপর ১ জনের চূড়ান্ড় পাওনা পরিশোধ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৩.৬ পাট অধিদপ্তর ঃ

পাট অধিদপ্তরের পরিচিতি ঃ

পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৯৫৩ সালে প্রথমে জুট বোর্ড গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তারও পরে ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় এবং উহার অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে পাট পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে অপর একটি পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯২ সালে পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ সাবেক
(১) পাট পরিদপ্তর এবং
(২) পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়। পরিদপ্তর ২টি একীভূত করার সময়ে জনবলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৭৭ ও ২১৬ জন।

- পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৪৯৩ জন।
- বর্তমানে ১৬৭ জন কর্মরত আছেন।
- সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে পাট অধিদপ্তরে স্থানান্ড়রিত জনবল ১২১জন।
- বর্তমানে ১২০ জন কর্মরত আছেন।
- স্থানান্ড়রিত জনবলের মধ্যে পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১ম শ্রেণীর সহকারী পরিচালকের ৮টি এবং ৩য় শ্রেণীর হিসাব সহকারীর (উচ্চতর স্কেল) এর ১টিসহ মোট ৯টি পদ বিলুপ্ত করে সমস্কেল এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন ৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানান্ড়রিত জনবল এখনও পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়নি।

অধিদপ্তরের মূল দায়িত্বাবলী ঃ

- ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশের বিধি/বিধান প্রয়োগ ও বাসড়বায়ন,
- পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকল্পে লাইসেন্স প্রদান,
- পাট ব্যবসায়ের অনিয়ম ও অসাধুতা রোধ,
- পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ,
- পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, ও সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্ড়ুতকরণ,

- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ এবং ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি বিধান প্রয়োগ বাসড়বায়ন;
- এছাড়া পাট অধিদপ্তর পাট চাষীদের কল্যাণার্থে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক একটি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করছে।

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের অফিস বিন্যাস ঃ

- ১৮টি সহকারী পরিচালকের কার্যালয় (৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারসহ)
- ৪২টি মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়
- ৭৯টি পরিদর্শকের কার্যালয়।

বাজেট বরাদ্দ ঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের জন্য মোট বরাদ্দ (সংশোধিত) ৯৩৩.০৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৯.৮৭ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের হার ৮৭%।

রাজস্ব আয়ঃ

(ক) ২০১১-১২ অর্থ বছরে পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রদান এবং পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় আয় সর্বমোট ৫২৫.২৫ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে ২২.৮৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি হতে ৪৫.৭০ লক্ষ লক্ষ টাকা এবং ৫৬১৮.৫৯ কোটি টাকা মূল্যের পাটপণ্য রপ্তানি থেকে পরিদর্শন ফি বাবদ ৫৬১.৮৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। উক্ত বছরের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ (৫২৫.২৫ লক্ষ+ ৪৫.৭০ লক্ষ + ৫৬১.৮৫ লক্ষ+ অন্যান্য ২.৭৪ লক্ষ) = ১১৩৫.৫৪ লক্ষ টাকা।

(খ) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রদান এবং পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় আয় সর্বমোট ৫২৩.১৭ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে ২০.৫৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি হতে ৪১.১০ লক্ষ টাকা এবং ৬১৬২.৬২ কোটি টাকা মূল্যের পাটপণ্য রপ্তানি থেকে পরিদর্শন ফি বাবদ ৪৩৮.১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। উক্ত বছরের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ (৫২৩.১৭ লক্ষ + ৪১.১০ লক্ষ + ৪৩৮.১৪ লক্ষ + অন্যান্য ২৫.১৭ লক্ষ) = ১০২৭.৫৮ লক্ষ টাকা।

সম্পাদিত উলে- খযোগ্য কার্যক্রম:

(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম:

- ৩য় শ্রেণীর ৫৪ কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণী হতে ৭ জন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণীর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে ২১জন কর্মকর্তার পদোন্নতির বিষয়টি মমন্ত্রণালয় পর্যায়ে বিবেচনাধীন আছে।

(খ) পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শন কার্যক্রম:

- পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্মনের জন্য মিল পরিদর্শন-৩৯৬টি।
- পরিদর্মনের ভিত্তিতে প্রতিবেদনের সংখ্যা-৮৯৩টি।
- ফলাফল: স্বাভাবিক-৮৬০ এবং নিম্নমানের-৩৩টি।

(গ) পাটজাত দ্রব্যের মান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম :

- পাটজাত দ্রব্যের মান পরিবীক্ষণ ৪,৩৬২টি নমুনা।
- প্রতিবেদনের সংখ্যা ৪,৩৬২টি।
- ফলাফল : স্বাভাবিক-৪৩৩৭টি এবং নিম্নমানের-২৫টি।

(ঘ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ :

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে একটি গঠিত হয়েছে। সৃজিত পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে পাট অধিদপ্তরের টিওএন্ডইতে ৩১টি কম্পিউটার সংযোজন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২৬টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। কম্পিউটার পরিচালনার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(ঙ) ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণ :

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১১টি ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সম্পাদিত কার্যক্রমের অওতায় গৃহীত তথ্য পরিসংখ্যান :

(ক) কাঁচা পাটঃ

- উৎপাদন : ৭৫. ৭২ লক্ষ বেল।
- রপ্তানী : ২০.৫৫ লক্ষ বেল।
- রপ্তানি আয় : ১৪৩৬.৪৬ কোটি টাকা।
- মজুদ : ১৪.৬৭ লক্ষ বেল

(খ) পাটজাত দ্রব্য :

- উৎপাদন : ৯.৭৭ লক্ষ মে: টন।
- রপ্তানী : ৮.৬৮ লক্ষ মে: টন।
- রপ্তানি আয় : ৬১৬২.৬২ কোটি টাকা।
- মজুদ : ০.৯২ লক্ষ মে: টন।

"উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্প

পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ দেশের জলবায়ু, পানি ও মাটি পাট চাষের জন্য অত্যন্ড় সহায়ক ও উপযোগী। দেশের প্রায় ৪০ লাখ কৃষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। মোট জনশক্তির এক পঞ্চমাংশ কোন না কোনভাবে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় অর্থনীতিতে পাট খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাত হতে অর্জিত হয়। দারিদ্র বিমোচনেও পাট খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫.২০ লাখ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয় এবং এ থেকে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ প্রায় ৬৮ লাখ বেল। পাট চাষে বছরে ৪,৫০০-৫,০০০ মেঃ টন পাটবীজের প্রয়োজন। তন্মধ্যে দেশে প্রায় ১,২০০-১,৫০০ মেঃটন পাটবীজ উৎপন্ন হয়। প্রতি বছর ২,০০০-২,৫০০ মেঃটন বীজ আমদানী হয়ে থাকে। আমদানীকৃত ও খোলা বাজার হতে প্রাপ্ত বীজ অনেকাংশেই নিম্নমানের হওয়ায় কৃষকগণ আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না। ফলে পাট শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই সময়োপযোগী ও বাসড়বমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে বিজেআরআই উদ্ভাবিত মানসম্পন্ন তোষা জাতের উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য পাট অধিদপ্তর "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে।

কর্মসুচির পরিচিতি ঃ

শিরোনাম	ঃ	"উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক প্রকল্প।
বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা	ঃ	পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
মেয়াদ	ঃ	১ জুলাই, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ড় ৫(পাঁচ) বছর ।
এলাকা	ঃ	দেশের ৪৪টি জেলার ২০০টি উপজেলা।
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	ঃ	▪ দেশের পাটবীজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিজেআরআই এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) তোষা জাতের পাটবীজ চাষীদের মধ্যে দ্রুত প্রবর্তন এবং চাষী পর্যায়ে উফশী পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র ও সম্প্রসারণ ; ▪ উন্নত প্রযুক্তিতে চাষাবাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫০,০০০ জন চাষীর ৭,৫০০-১০,০০০ একর জমিতে প্রতি বছর ১,৫০০-২,০০০ মে: টন উফশী পাটবীজ উৎপাদন; ▪ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ২ লক্ষ জন চাষীর ২ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর ৬০-৭০ লক্ষ মণ তোষা পাট উৎপাদন; ▪ কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত নিম্নমানের পাটবীজের স্থলে উফশী পাটবীজ পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন; ▪ পাট আশের গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাট চাষীদের মধ্যে পাট পচনের উন্নত পদ্ধতি/প্রযুক্তি স্থানান্ড়র করা; এবং ▪ একর প্রতি পাটের ফলন বৃদ্ধি করে উৎপাদন খরচ হ্রাস;

		▪ উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন পাট পচনের আধুনিক কলাকৌশল সমপর্কে ৫ বছরে নির্বাচিত ১লক্ষ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	ঃ	➢ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে প্রতি বছর নির্বাচিত ৫০ হাজার জন চাষীর ৭.৫-১০ হাজার একর জমিতে ১৫০০-২০০০ মেঃ টন ও-৯৮৯৭/ও-৭২ তোষা জাতের উফশী পাটবীজ উৎপাদন ; ➢ প্রতি বছর নির্বাচিত ২ লক্ষ জন চাষীর ২ লক্ষ একর জমিতে ৬০-৭০ লক্ষ মণ মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন ; ➢ উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, কলাকৌশল, উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচন, পাটের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতি বছর নির্বাচিত ২০ হাজার জন চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
কর্মসূচির প্রদত্ত সুবিধাদী	ঃ	✓ উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত নির্বাচিত চাষীদের মধ্যে কৃষি উপকরণ (ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ, সার ইত্যাদি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা ; ✓ পাট ও পাটবীজ ফসলের রোগ ও পোকা-মাকড় দমনের জন্য চাষীদের ব্যবহারের নিমিত্ত হ্যান্ড-স্প্রেয়ার ও কীটনাশক সরবরাহ করা ; ✓ উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনে উদ্বুদ্ধকরণে চাষীদের মধ্যে রিবনার ও সহায়ক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ; ✓ উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে উৎপাদন সহায়ক গাইড বই বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে মাঠ দিবস ও চাষী সমাবেশ আয়োজন, প্রদর্শনী প্লটে সাইনবোর্ড ও বিল বোর্ড স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা।

(চলমান পাতা/৪

অর্জিত সাফল্য	ঃ	কর্মসুচির আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ তোষা পাট চাষের মাধ্যমে একর প্রতি ফলন পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতিতে দেশী পাটের একর প্রতি ফলন যেখানে ১৮-২০ মণ, সেখানে উফশী পাটের ফলন ৩০-৩৫ মণে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত পাটের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাওয়ায় এবং পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণ অধিকতর লাভবান হচ্ছেন। উফশী পাটবীজ উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং কৃষকগণ এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত পাটবীজ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন। এছাড়া উন্নত পদ্ধতিতে (রিবন রেটিং) পাট পচানোর মাধ্যমে মাণসম্মত আশ উৎপাদনে পাট চাষীগণকে উদ্বুদ্ধকরণে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পাট চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিমিত জলাশয় না থাকায় রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানোর কৌশল ইতোমধ্যে পাট চাষীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০২০-১৩ অর্থ বছরে কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ

(ক) আর্থিক অগ্রগতি ঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দ	ঃ ৩০০৪.০০ লক্ষ টাকা
২০১২-১৩ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ	ঃ ৩৫০৪.০০ লক্ষ টাকা
২০১২-১৩ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ঃ ৩৫০৪.০০ লক্ষ টাকা
৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ৩৩২১.৯০ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দ ও ছাড়কৃত অর্থের)	ঃ ৯৪.৭৮%

(খ) বাস্তব অগ্রগতি ঃ

সম্পাদিত কার্যক্রম	২০১২-২০১৩	
১। উফশী পাটবীজ উৎপাদন ঃ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জণ
ক) জেলার সংখ্যা	৪৪টি	৪৪টি
খ) উপজেলার সংখ্যা	২০০টি	১৯৫টি
গ) উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা	৫০,০০০ জন	৪৮,৭৫০ জন
ঘ) চাষকৃত জমির পরিমান	৯,০০০ একর	৮,৭০০ একর
ঙ) ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ	১৫.৭৫ মে: টন	১৫.৩৫ মে: টন
চ) রাসায়নিক সার বিতরণ	৯১৮ মেঃটন	৮৯৫ মেঃটন
ছ) কীটনাশক বিতরণ	১৮.০০ লক্ষ টাকা	বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি
জ) উফশী পাটবীজ উৎপাদন	১,৮০০ মেঃ টন	১,১৫০ মেঃ টন
২। উফশী তোষা পাট উৎপাদন ঃ		

ক) জেলার সংখ্যা	৪৪টি	৪৪টি
খ) উপজেলার সংখ্যা	২০০টি	২০০টি
গ) উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা	২,০০,০০০ জন	২,০০,০০০ জন
ঘ) চাষকৃত জমির পরিমান	২,০০,০০০ একর ৩,০০,০০০ একর(সম্ভাব্য)	*বিএডিসির বীজে ১,২৯,০০০একর ভারতীয় বীজে ৩,৩৩,০০০একর
ঙ) প্রত্যায়িত পাটবীজ বিতরণ	৪৬৫ মেঃ টন	১৩০০ মেঃ টন (বিএডিসি ৩০০+ ভারতীয় ১০০০)
চ) রাসায়নিক সার বিতরণ	৫০০০ মেঃ টন	৩১৯২ মে: টন
ছ) কীটনাশক বিতরণ	১০০.০০ লক্ষ টাকা	বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি
জ) উফশী পাটবীজ উৎপাদন	৬০-৭০ লক্ষ মণ	৪১.২৮ লক্ষ মণ (সম্ভাব্য)
৩। নির্বাচিত চাষী প্রশিক্ষণ:	২০,০০০ জন	১৯,৯০০ জন

৩.৭ বস্ত্র দপ্তর ঃ

দেশে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে সহায়তা ও সামর্থ্য যোগানদানের মাধ্যমে বস্ত্র খাতের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি এবং বস্ত্র খাতকে স্বয়ং সম্পূর্ন করে গড়ে তোলার কাজে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে নীতি নির্ধারনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এবং দেশে বিদ্যমান বস্ত্র শিল্পের চাহিদানুযায়ী বস্ত্র বিষয়ক দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকবলের শূণ্যতা পূরণের লক্ষ্যে টেক্সটাইল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত ১৯৭৭ সল হতে বস্ত্র দপ্তর একটি সরকারী দপ্তর হিসাবে কাজ করে আসছে।

বিগত ১৯৭৭ সলে বাংলাদেশ সরকারের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে বস্ত্র দপ্তরের সৃষ্টি হয়। পূর্বে বস্ত্র দপ্তর সাবেক শিল্প দপ্তরের একটি বিভাগ হিসাবে কাজ করেছে। বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন, সার্বিক প্রসার এবং দেশকে বস্ত্রে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বস্ত্র দপ্তরকে শিল্প দপ্তর হতে পৃথক করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে দেশে উচ্চতর বস্ত্র প্রকৌশলীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ২০০৬ সাল থেকে বিদ্যমান ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। এ তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ঃ (১) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জোরারগঞ্জ, চট্রগ্রাম (২) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শালগাড়িয়া, পাবনা, (৩) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী । এছাড়া ২০০৭ সালে (৪) বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল ও ২০১০ সালে (৫) শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিএন্ড বি রোড, বরিশালে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে (৬) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহে বস্ত্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রনে ৬ষ্ঠ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শেষে শিক্ষা কার্যক্রম শুর“ হবে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, নাটোর, রংপুর ও খুলনায় একটি করে মোট ০৪(চার)টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ বস্ত্র খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বস্ত্র দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৬ সালে একটি প্রকল্পের আওতায় ২৭টি বয়ন বিদ্যালয়কে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এ উন্নীত করা হয় এবং কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জে ১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯৮ সালে পাবর্ত্য চট্রগ্রাম এলাকায় খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় ২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং ২০০৬ সালে "১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল কোর্স চালু রয়েছে।

বস্ত্র দপ্তর সৃষ্টির পর হতে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের ব্যাপক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিসহ বেসরকারী খাতে বস্ত্রশিল্প কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করে আসছিল। ফলে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের এক বিশাল জোয়ার উঠে। আজ পোষাক শিল্প এদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। আর এসবই সম্ভব হয়েছে বস্ত্র দপ্তরের কারণে। এর অন্যতম প্রধান কারণ একমাত্র বস্ত্র দপ্তরেই রয়েছে টেক্সটাইল প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত লোকবল। কিন্তু ১৯৯০ সালে সরকারি এক ঘোষণাবলে বস্ত্র দপ্তরকে বিলুপ্ত করে বস্ত্র দপ্তর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ন্যস্ড় করা হয় এবং বস্ত্র শিল্প খাতের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব যার মাধ্যমে বস্ত্র দপ্তর পোষাক শিল্পের প্রভুত উন্নয়ন ঘটিয়েছিল সেই দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর নিকট অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে মাত্র এক বছর পর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বস্ত্র দপ্তরকে পূনর্বহাল করা হলেও পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর

হাতেই রয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর বর্তমান সরকার পুনরায় বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় তথা বস্ত্র দপ্তরে ন্যস্ড় করে।

☐ বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন ঃ

পোষক কর্তৃপক্ষ বা Sponsoring Authority প্রতিপালন অর্থে ব্যবহৃত। বিদ্যমান বা নতুনভাবে গড়ে উঠা শিল্প সমূহের উন্নয়ন বিকাশ ও প্রতিনিয়ত সমস্যাদি সমাধানে যে কর্তৃপক্ষ দেখাশুনা বা প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করবেন তারাই হবেন সংশি-ষ্ট শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ। সংগত কারণেই পোষক কর্তৃপক্ষকে সংশি-ষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সর্ব নিয়মে, যথা-কাচাঁমাল, উৎপন্ন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ব্যবহার, অপচয়, খাত-উপখাত ইত্যাদি সর্ম্পকে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ কারণে সংশি-ষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন পোষক কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হয়েছে, যেমন-ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কৃষিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত কৃষি অধিদপ্তর। বস্ত্র খাতের সমন্বিত উন্নয়নে সামগ্রিক দায়িত্ব পালনে বস্ত্র প্রকৌশলী/বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বস্ত্র দপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

- বস্ত্র খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।
  - বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ মানের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা।
  - ডিপে-ামা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের মাধ্যমে মধ্যম মানের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা।
  - ডিপে-ামা ইন জুট টেকনোলজীর কোর্সের মাধ্যমে পাট শিল্পের জন্য দক্ষ জুট টেকনোলজিস্ট তৈরী করা।
  - এসএসসি ভোকেশনাল (টেক্সটাইল) কোর্সের মাধ্যমে ফ্লোর লেভেলের দক্ষ জনবল তৈরী করা।
  -

- এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

বিবরণ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট
সংখ্যা	০৬টি (৫টি চালু ও ১টি স্থাপিতব্য)	০৬টি (২টি চালু, ৪টি স্থাপিতব্য)	৪০টি
কোর্স	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	ডিপে-ামা ইন টেক্সঃ ইঞ্জিঃ / ডিপে-ামা ইন জুট টেক.	এসএসসি (ভোক) টেক্সটাইল
মেয়াদ	৪ বৎসর	৪ বৎসর	২ বৎসর
ভর্তির যোগ্যতা	এইচএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান	এসএসসি/সমমান	জেএসসি/জেডিসি
অনুমোদিত আসন সংখ্যা (প্রতিটিতে)	৮০/১০০	৮০	৩/৪টি ট্রেড (৯০/১২০ জন)

☐ বস্ত্র দপ্তর ও অধিনস্ড় অফিসসমুহ ঃ

- প্রধান কার্যালয় ঃ বস্ত্র দপ্তর, প্রধান কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
- বিভাগীয় কার্যালয় ঃ ০৪টি
  (১) বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর, ৩০ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-৮৬১০১১২।
  (২) বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর, সরকারী অফিস ভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম, ফোন : ০৩১-৭২৪৫৮৪।
  (৩) বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর, ২১ ইউসুফ রো, মির্জাপুর, খুলনা, ফোন : ০৪১-৭২১৯৪০।
  (৪) বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর, ৩১৫ কাজিহাটা, রাজশাহী, ফোন : ০৭২১-৭৭২৫১৮।

- জেলা কার্যালয় ঃ ০২টি
  (১) জেলা বস্ত্র দপ্তর, দিলালপুর, পাবনা, ফোন : ০৭৩১-৬৬০৭৬।
  (২) জেলা বস্ত্র দপ্তর, আকুর-টাকুর পাড়া, টাংগাইল সদর, ফোনঃ ০৯২১-৬৩৬৮৪।

- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঃ ০৬টি

(১) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জোরারগঞ্জ, চট্রগ্রাম।
(২) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শালগাড়িয়া, পাবনা।
(৩) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কলেজগুলো চলছে।

(৪) শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সি এন্ড বি রোড, বরিশাল।
(৫) বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। | শুধুমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলছে।
(৬) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ। | প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত হচ্ছে।

- টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ঃ ০৬টি

(১) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বাজিতপুর রোড, টাঙ্গাইল।
(২) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, পুলহাট, দিনাজপুর।
(৩) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রংপুর।
(৪) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নাটোর।
(৫) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম।
(৬) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, খুলনা।

"০৪ (চার)টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউট গুলো স্থাপিত হচ্ছে।

- টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ঃ ৪০টি

রাজস্ব খাতভুক্ত=২৮টি			
১	টি,ভি,আই, টি এন্ড টি এলাকা, রাঙামাটি	১৫	টি,ভি,আই,শেরেবাংলা রোড, গল-ামারী,খুলনা
২	টি.ভি.আই, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	১৬	টি,ভি,আই, ৪৪, আড়ৎদার পট্রি, ঝালকাঠি
৩	টি.ভি.আই, বলরামপুর, হালিমানগর, কুমিল-া	১৭	টি,ভি,আই, শেখহাটী, বাবলাতলা, যশোর
৪	টি.ভি.আই,আটিয়তলী, লক্ষীপুর	১৮	টি,ভি,আই,থানাপাড়া, কুষ্টিয়া
৫	টি.ভি.আই, ছধুচৌধুরী রোড,দক্ষিণ কাট্রলী, চট্টগ্রাম	১৯	টি,ভি,আই, বরগুনা
৬	টি,ভি,আই, খড়মপুর, আখাউড়া, বি-বাড়িয়া	২০	টি,ভি,আই, গলাচিপা,পটুয়াখালী
৭	টি,ভি,আই, শ্রীপুর,গাজীপুর	২১	টি,ভি,আই, গোপালপুর, লালপুর, নাটোর
৮	টি,ভি,আই, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	২২	টি,ভি,আই, সিপাইপাড়া, রাজশাহী
৯	টি,ভি,আই,রাজৈর, মাদারীপুর	২৩	টি,ভি,আই, ঈশ্বরদী, পাবনা
১০	টি,ভি,আই, মালখানগর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	২৪	টি,ভি,আই, বনানী, বগুড়া
১১	টি,ভি,আই, কৃষ্ণপুর, মনোহরদী, নরসিংদী	২৫	টি,ভি,আই, জুম্মাপাড়া, রংপুর
১২	টি,ভি,আই, বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	২৬	টি,ভি,আই, বিরামপুর, দিনাজপুর
১৩	টি,ভি,আই, পড়িে হাটরোড, পিরোজপুর	২৭	টি,ভি,আই, হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও
১৪	টি,ভি,আই, দশার্নী, বাগেরহাট	২৮	টি,ভি,আই কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প (চিটাগং হিলট্রাক্টস)=০২টি			
২৯	টি,ভি,আই, বান্দরবান	৩০	টি,ভি,আই,শালবন, খাগড়াছড়ি
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (১০টিভিআই)=১০টি			
৩১	টি,ভি,আই, দক্ষিণ সেওতা, মাণিকগঞ্জ	৩৬	টি,ভি,আই, বাইপাস রামু, কক্সবাজার
৩২	টি,ভি,আই, কালিহাতী, টাংগাইল	৩৭	টি,ভি,আই,তালগাছি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৩৩	টি,ভি,আই, কটিয়াদি,কিশোরগঞ্জ	৩৮	টি,ভি,আই, আর্দশ পাড়া, বাংলা বাজার, গাইবান্ধা
৩৪	টি,ভি,আই, কমলাপুর, ফরিদপুর	৩৯	টি,ভি,আই, রজাকপুর, নওগাঁ
৩৫	টি,ভি,আই, উজ্জলপুর, নোয়াখালী	৪০	টি,ভি,আই, তাহেরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

<u>২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বস্ত্র দপ্তরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ</u>

- ✯ জমি অধিগ্রহণ ঃ ১২.৫৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- ✯ নির্মাণ কাজ ঃ ১৭,৪০০ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ✯ জনবল নিয়োগ ঃ রাজস্ব এবং উন্নয়ন প্রকল্পসহ ৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
- ✯ আসবাব পত্র ক্রয় ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৪৯৪টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- ✯ বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ২৪৩ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২৪০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে, ডিপে-ামা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮২৫এবং উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৮১ জন এবং এসএসসি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরীক্ষায় ২১৯৮ জন অংশগ্রহণ করে ১৯৫৯ জন উত্তীর্ণ

হয়েছে। অর্থাৎ বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপে-ামা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এসএসসি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পাশের হার যথাক্রমে ৯৮.৭৭%, ৯৪.৬৭% ও ৮৯.১৩%।

- ✯ বস্ত্র দপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীণ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে এ যাবত মোট- ৪৫৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪৪৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে যার পাসের হার ৯৭.৬০%, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হতে ৮৭০৫ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭৪১৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে, পাশের হার ৮৫.২২% এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট হতে ২৩৬৭৪ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৮৯৭৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে যার পাশের হার ৮০.১৪%।
- ✯ যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৪৯টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- ✯ যানবাহন ক্রয় ঃ রাজস্ব খাত থেকে ১টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি মোট ২টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- ✯ চলমান ০৮(আট)টি প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৯.১১%। সংশোধিত বরাদ্দ ১০২.২৮ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১০১.৩৭৫৪ কোটি টাকা।
- ✯ উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে ১৫০টি পদ স্থানান্ড়রিত হয়েছে এবং রাজস্ব খাতে ২৪৩টি পদ সৃষ্টি হয়েছে
- ✯ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

✓ দেশের অভ্যন্ড়রে মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশের ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

✓ ০৫(পাঁচ)জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

✓ ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মন্ত্রণালযের আওতাধীন বাস্ড়বায়িত ও চলমান প্রকল্প সমূহের বিস্ড়রিত তথ্যাবলী ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অবমুক্ত	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ব্যয়	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অবকাঠামো ও অন্যান্য কার্যাদি
১।	"১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন"	১৩২১.০০	১৩২১.০০	১৩১২.৯৩	টিভিআই মানিকগঞ্জে ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কাজ চলছে। টিভিআই নোয়াখালী ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাটের কাজ চলছে। টিভিআই কক্সবাজার ভবনের ছাদে রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ ও ফিনিশিং এর কাজ চলছে। টিভিআই,সিরাজগঞ্জে বৃষ্টির পানির জলাধার নির্মাণ ও ভবন নির্মাণের ফিনিশিং এর কাজ চলমান। টিভিআই গাইবান্ধায় সংযোগ সড়কের কাজ বাকী আছে এবং একাডেমিক ভবনের ফিনিশিং এর কাজ চলমান।
২।	"বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ"	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৭৯৯.৯৬২	কটন এন্ড জুট স্পীনিং শেড, মাল্টিপারপাস হল, ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন, ওয়ার্কশপ বিল্ডিং, অধ্যক্ষ কোয়াটার, অফিসার কোয়াটার, ছাত্রী হোস্টেল, স্টাফ কোয়াটার, বাউন্ডারী ওয়াল এবং মেইন গেট এর কাজ শেষ এবং বয়েজ হোস্টেল-২ এর কাজ চলমান।

৩।	"জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ"	৬৮৫.০০	৭৩৮.৭৫	৬৭৯.২২	শহীদ মিনার নির্মাণ, বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ কাজ চলমান, আভ্যন্তরীন রাস্তায় মাটি ভরাট সম্পন্ন, মসজিদের বারান্দা নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, সোলার প্যানেল ক্রয়ের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।
৪।	"পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ"	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৭.০৩	বয়েজ হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল ও ওয়ার্কশপ-কাম-লাইব্রেরীর নির্মাণ কাজ চলমান। স্টাফ ডরমেটরী কাম-কোয়াটার ও মসজিদ সম্প্রসারনের কাজ শেষ।
৫।	"বরিশাল টেক্সট্াইল ইনস্টিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ"	২২০০.০০	২২০০.০০	২১৯৯.৯০	কটন স্পীনিং শেডের ৩য় ও ৪র্থ তলা, ডরমেটরী ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা এবং সাবস্টেশন বিল্ডিং এর কাজ চলমান।
ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অবমুক্ত	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ব্যয়	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অবকাঠামো ও অন্যান্য কার্যাদি
৬।	"বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ"	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৬৮২.০২৪	১৫০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল এর নির্মাণ কাজ চলমান এবং অডিটরিয়াম ভবন, নতুন লাইব্রেরী ওয়ার্কশপ ভবন, রেইন ওয়াটার, নেটওয়ার্ক কাজ শেষ।
৭।	"৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন"	২৯৭.০০	৭৫৩.২৫	২৯৫.৫১	নাটোরঃ সীমানা প্রাচীর ও একাডেমিক ভবনের কাজ চলমান। রংপুরঃ সীমানা প্রাচীর ও একাডেমিক ভবনের কাজ চলমান। চট্টগ্রামঃ সীমানা প্রাচীর ও একাডেমিক ভবন-কাম-ওয়ার্কশপ ভবনের কাজ চলমান
৮।	"ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন"	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭০.৯৬৪	৬ষ্ঠ তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ এবং বয়েজ হোস্টেল ও সীমানা প্রাচীরের কাজ চলমান।
	মোট=	১০২২৮.০০	১০৭৩৮.০০	১০১৩৭.৫৪	
অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী					
১।	টাংগাইল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট উপযোগীকরণ	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	বিদ্যমান কটন স্পিনিং সেড এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ফিনিশিং এর কাজ চলছে।

৩.৮ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই) ঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ৩ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। ইন্সটিটিউটটি রাজশাহী শহরে ২৭ নং ওয়ার্ডের বালিয়াপুকুর এলাকায় ৫২.৪০ একর জমির উপর অবস্থিত।
- ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর ইন্সটিটিউটটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা হতে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীনে চলে আসে।
- ২০০৩ সালের ২৫নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতা বর্হিভূত করে বারেগপ্রই-কে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ২০১৩ সালের ১৩নং আইনবলে গঠিত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের একটি টেকনিক্যাল অংগ হিসেবে কাজ করছে।
- বারেগপ্রই-এ ৫টি গবেষণা শাখা (তুঁতচাষ, সেরি-রসায়ন, রেশমকীট, সেরি-রোগতত্ত্ব ও রেশম প্রযুক্তি) এবং একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে।
- এছাড়া বারেগপ্রই-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে চন্দ্রঘোনায় (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা) একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (জমির পরিমান ৬০ একর) এবং সাকোয়ায় (পঞ্চগড় জেলা) একটি জার্মপ-াজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জমির পরিমান ৬.১৮ একর) রয়েছে।

- ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান রাজস্ব সেট-আপে ১২৭টি পদের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে গবেষক ও প্রশিক্ষক পদের সংখ্যা ৪৩টি।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ রিসার্চ কাউন্সিল আইন ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agriculture Research System (NARS) এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য ঃ

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশম চাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।
- রেশম চাষে নিয়োজিত সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্র বিমোচনসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

৩. বারেগপ্রই এর কার্যাবলীর বিবরণঃ

৩.১. বারেগপ্রই, রাজশাহী ঃ

- জার্মপ-াজম ব্যাংকে তুঁত ও রেশম কীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন।
- মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুন বিশে- ষণ ও তুঁতপাতার পুষ্টিমান নির্ণয়।
- তুঁতপাতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত তুঁতচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম গুটির মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- তুঁতগাছ ও রেশম কীটের রোগ বালাই ও কীট শত্রু দমন।
- রেশম উপজাতের বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম সূতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।

৩.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গাঁমাটিঃ

- পাহাড়ী এলাকা উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
- পাহাড়ী এলাকায় নন-মালবেরী (অতুঁত) রেশম চাষের সম্ভাব্যতা যাঁচাই ।
- তুঁতচাষ, পলুপালন, রিলিং বিষয়ে পার্বত্য এলাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি।

৩.৩ জার্মপ-াজম রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড় ঃ

- গুনগত মান সম্পন্ন দ্বিচক্রী জাতের রেশম কীটের জাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন।
- দ্বি-চক্রী জাতের পলুপালন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।

৪. শাখা ভিত্তিক গবেষণা কর্মকান্ডের অগ্রগতির বিবরণঃ

৪.১. তুঁতচাষ শাখা ঃ

- জার্মপ-াজম ব্যাংকে মোট ৬৪টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আরও দু'টি জাত জার্মপ-াজম ব্যাংকে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। জার্মপ-াজম ব্যাংকে উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৯টি উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সকল জাতের তুঁতপাতা উৎপাদনের পরিমান ৩০-৪০মেঃ টঃ/হেক্টর/বছর যা পূর্বে ১২-১৮মেঃ টঃ/হেক্টর/বছর ছিল। জাতগুলির প্রথম ৭টি (বিএম-৩ হতে ৮) মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে। বাকী ২টি জাত মাল্টিপি- কেশন পর্যায়ে আছে।
- ২টি শঙ্কর জাত উদ্ভাবন করে ট্রায়াল ও মাল্টিপি- কেশনের পর্যায়ে রয়েছে।
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পুষ্টিমান সমৃদ্ধ অধিক পাতা উৎপাদনের লক্ষ্যে জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- তুঁতচাষের সাথে সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও পঞ্চগড়সহ এই ৫টি জেলায় ০৮জন চাষীর মাধ্যমে ফিল্ড ট্রায়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও বিস্তারের জন্য ফিল্ড ডেমোনেশট্রেশন ও মাঠ দিবসের কাজ করা হয়েছে। ফলে রেশম চাষের সাথে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- খরা ও জলবদ্ধতা সহনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- তুঁতগাছের ছত্রাক, কৃমি রোগ ও কীটশত্রু প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪.২. রেশমকীট শাখা ঃ

- ◈ জার্মপ-াজম ব্যাংকে মোট ৮৫টি রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা হচ্ছে।
- ◈ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী মোট ২৮টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এর মধ্যে ২৫টি জাত মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে।
- ◈ উন্নত জাত ও কলাকৌশলের সমন্বয়ে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ২০-২৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৬০-৭০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।
- ◈ গুনগতমানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ◈ উন্নতমানের গুটি উৎপাদনের লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যের চন্দ্রকী উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ◈ উচ্চ ফলনশীল বহুচক্রী ও দ্বি-চক্রী রেশমকীট জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ◈ জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবনের ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে আছে।
- ◈ অগ্রণী ও চৈতা বন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীড জাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে।

৪.৩. সেরি-রসায়ন শাখা ঃ

- ◈ রাসায়নিক বিশে- ষণের মাধ্যমে পুষ্টি সমৃদ্ধ উন্নত তুঁতজাত নির্বাচন।
- ◈ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে তুঁতপাতার গুনগত মান উন্নয়ন।
- ◈ ইউরিয়া ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট প্রয়োগে পাতার পুষ্টিমান উন্নয়নের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ◈ অম্- মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে ।
- ◈ রেশম উপজাতের বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ◈ জিএমসি সাকোয়া-এর মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মাটির মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে।
- ◈ আরএসআরসি, চন্দ্রঘোনার মাটি ও তুঁতপাতা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে।
- ◈ ভার্মিকালচারের মাধ্যমে জৈব সার তৈরী পদ্ধতি পরীক্ষাধীন রয়েছে।

৪.৪. সেরি-রোগতত্ত্ব শাখা ঃ

- ◈ বিশোধক দ্রব্য হিসাবে নির্বাচিত কেমিক্যালগুলো পলুর ডালায় ডাষ্ট করে ফলাফল দেখা হচ্ছে।
- ◈ অভিসাইড নির্বাচনের জন্য কিছু কেমিক্যাল উজি মাছির ডিমসহ পলুর উপরে প্রয়োগ করে ফলাফল দেখা হচ্ছে।
- ◈ উজিমাছি দমনের জন্য বিতারক/কেমিক্যাল নির্বাচনের কাজ চলছে।

৪.৫. রেশম প্রযুক্তি শাখা ঃ

- ◈ বিভিন্ন ধরনের উন্নত রিলিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করে গুনগত মানসম্পন্ন রেশম সূতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।
- ◈ অটোকাষ্টিং সহ উন্নত কটেজ রিলিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ◈ স্বল্প মূল্যের মিজারিং মিটার ও ডেনিয়ার স্কেল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দ্বারা রেশম সুতা পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ◈ রেশমগুটি শুকানোর জন্য স্বল্প মূল্যে মাল্টিফুয়েল কোকন ড্রায়ার উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে যা ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় লাভজনকভাবে গুটি শুকানো সম্ভব হচ্ছে।
- ◈ সোলার শক্তি ব্যবহার করে রেশম গুটি শুকানোর পর মানসম্পন্ন রেশম সুতা তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।
- ◈ সোলার হিটারের মাধ্যমে রেশমগুটি রিলিং এর জন্য পানি গরম করতঃ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার ফলে ৬০°সে.-৭০°সে. তাপমাত্রা পর্যন্ড় পানি গরম করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.৬. আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরএসআরসি), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি ঃ

- ◈ এ কেন্দ্রটি অত্র প্রতিষ্ঠানের জার্মপ-াজমের বিকল্প হিসাবে ৩১টি রেশমকীট এবং ৬টি তুঁতজাত সংরক্ষণের পাশাপাশি পাহাড়ী অঞ্চলে রেশম চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
- ◈ তুঁতচাষ ও পলুপালন বিষয়ে পার্বত্য এলাকায় মোট ১০০ জন চাষীকে এবং রিলিং কোর্সে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ৩৪ জন চাষীদের মধ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৭ হাজার তুঁতচারা রোপনের জন্য সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং ০২ হাজার তুঁতচারা আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্রে রোপন করা হয়েছে।

৪.৭. জার্মপ-াজম রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড় ঃ

বারেগপ্রই-এর জার্মপ-াজমের বিকল্প হিসাবে ৩৬টি দ্বি-চক্রী ১২টি বহুচক্রী রেশমকীট এবং ৮টি তুঁতজাত সংরক্ষণের পাশাপাশি রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্ড়ান্ড়রের কাজ করছে।

গ্রন্থাগারঃ অত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ৪৯০০টি বিভিন্ন প্রকারের বই, সাময়িকী ও রি-প্রিন্টস রয়েছে।

প্রকাশনাঃ

বৈজ্ঞানিক ঃ অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের প্রায় ৩০০ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

জার্নাল ঃ বিএসআরটিআই প্রতিবছর নিয়মিতভাবে আন্ড়র্জাতিক স্বীকৃত "জার্নাল অব সেরিকালচার রিসার্চ" নামে প্রকাশ করে আসছে।

বই ঃ ২০০৮-০৯ সালে ৪টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

লিফলেট ঃ বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর ৮ ধরণের লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

৪.৮. প্রশিক্ষণ শাখা ঃ

বারেগপ্রই কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন প্রকল্প	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৩০ জন
প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস	১২০ জন
সমাপ্তকৃত কর্মসূচী "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র" (মাঠস্কুল সহ)	১০৬৬ জন
ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই	২০ জন
মোট = কর্মসূচী ০৪টি	**১২৩৬ জন**

এ ছাড়াও ১ বছর মেয়াদী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপে-ামা ইন সেরিকালচার (নিয়মিত কোর্স) কোর্সে ১৭ জন ছাত্র/ছাত্রী এবং ডিপে-ামা ইন সিল্ক টেকনোলজী কোর্সে ১২ জন ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।।

৫. ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে র সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল ০৯টি তুঁতের জাত উদ্বাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত উন্নত তুঁতজাতের মধ্যে ০৬টি ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে। জাতগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন ৪০.৫০ /হেক্টর/বছর উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি মাঠ পর্যায়ে ছাড়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- উচ্চফলনশীল ০২টি তুঁতজাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। গবেষণার কাজ সমাপ্ত হলে তুঁতপাতার উৎপাদন বার্ষিক হেক্টর প্রতি ৫০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।
- তুঁতচাষে সাথী ফসলের উদ্ভাবিত ০১টি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ফিল্ড ট্রায়াল ও ডেমোনেষ্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিত হলে জমির বহুমাত্রিক ব্যবহারের সাথে সাথে চাষীর বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- বারেগপ্রই, রাজশাহী এবং জিএমসি, সাকোয়ায় শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ডিপ-টিউবওয়েল ও স্প্রিংকলার সেচসহ ইরিগেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদন সম্ভব হবে।
- উচ্চফনশীন উন্নত জাতের ৩৭ মেট্রিক টন তুঁতকাটিংস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়েছে এতে মাঠ পর্যায়ে উন্নত তুঁতজাত বিস্ড়ার ঘটানোসহ তুঁতপাতার হেক্টর প্রতি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
- রেশমকীটের ১২টি জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণসহ উচ্চফলনশীল রেশমকীটের ১২টি উদ্ভাবিত জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে রেশম গুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজিতে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- ১৫-১৬ কেজি কাঁচা রেশম গুটির স্থলে ১০-১২ কেজি কাঁচা রেশম গুটি হতে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

- মাল্টিএন্ড রিলিং মেশিন ও সিল্ক টেষ্টিং পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করে কাঁচা রেশমের পরিমানগত ও গুনগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সোলার ড্রায়ার উদ্ভাবনের ফলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে রেশমগুটি শুকানো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২ জন চলমান কোর্সে অধ্যায়নরত আছে।
- মাঠ স্কুল ও মাঠ দিবসসহ স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৬৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্ড়বায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্ড়রিত তথ্যাবলী ঃ

৬.১. এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন রাজস্ব বাজেটের আওতায় "এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০০৯-২০১৪) অর্থ বছরের জন্য বিএসআরটিআই অংশের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ৪১.৪৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬.৯৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ৮৯.১৮% এবং অব্যয়িত অর্থ ৪.৪৮৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.২. ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআইঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন "ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই" শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০১০-২০১৫) অর্থ বছরের জন্য ৬৯৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ১৫৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৪২.১৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯২.৩১% এবং অব্যয়িত অর্থ ১১.৮৪৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়রঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র" শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় (২০১০-২০১৩) অর্থ বছরের জন্য ১৬৫.৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ৫৬.৮৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৩.০০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৩.২২% এবং অব্যয়িত অর্থ ৩.৮৫৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪. প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস শীর্ষক প্রকল্প ঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ হতে "প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস" শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০০৯-২০১৪) অর্থ বছরের জন্য ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭৯.৮০০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৯.৭৫% এবং অব্যয়িত অর্থ ০.১৯৯৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৭. উপসংহারঃ

বারেগপ্রই-এর উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত, রেশম চাষ ও রিলিং প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্ড়ান্ড়রের ফলে রেশমগুটি উৎপাদন অনেক গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রেশম চাষীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং গবেষণাগারের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সহজে মাঠ পর্যায়ে হস্ড়ান্ড়র করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেশে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৪.০ বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ঃ

রেশম শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত রেশমবীজ সরবরাহ ও যথাযথ কারিগরী সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একটি অ-মুনাফাভোগী কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে ফাউন্ডেশনের একটি শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের মোট সদস্য ১২ জন। বস্ত্র ও পাট

মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মোট ৩৯ জন জনবলের অর্গানোগ্রাম রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্ষদের নিকট দায়বদ্ধ। বর্তমানে বেশ কিছু পদ শূন্য থাকায় মাত্র ১৯ জন জনবল ফাউন্ডেশনে কর্মরত রয়েছেন। সিল্ক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকার বনানীতে (বাসা নং-৬, রোড-১০, বক-এইচ) অবস্থিত। এছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঝিনাইদহ, ময়নামতি (কুমিলা) এবং রত্নাই (ঠাকুরগাঁও) এ ৩টি রেশম গ্রেনেজ/উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। ময়নামতি গ্রেনেজে ৩০ জনের আবাসিক সুবিধাসহ একটি আধুনিক রেশম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ঝিনাইদহ কেন্দ্রে একটি ১০ বেসিনের রিলিং ইউনিট রয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন তার নিজস্ব আয় দ্বারা জনবল খাতের ব্যয় নির্বাহ করে।

বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ড় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "রেশম উন্নয়ণ প্রকল্প" এবং সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ড় "টেকসই রেশম উন্নয়ন কর্মসূচী" বাস্ড়বায়ন করে। জুলাই ২০০৯ হতে Japan Debt Cancellatation Fund এর আওতায় বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ৩০ কোটি টাকার (তন্মধ্যে ফাউন্ডেশনের অংশ ৪৭৭.২০ লক্ষ টাকা) ৫ বছর মেয়াদী "Extension and Development of Sericulture in Public and Private Sector in Bangladesh" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করে যা চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রেনেজের তুঁতজমি উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন, উন্নতমানের রেশম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, মান সম্পন্ন রেশম সূতা উৎপাদন, চাষীদের উৎপাদিত রেশম গুটির বাজার সহায়তা প্রদান, রেশমচাষী ও সুতাকাটাইকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা। চলমান প্রকল্পের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের অর্জিত সফলতা নিম্নে বর্ননা করা হলোঃ

১. উচ্চ ফলনশীল রেশম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ঃ

বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ ও ময়নামতি গ্রেনেজে বাণিজ্যিক রেশম ডিম উৎপাদন এবং ময়নামতি গ্রেনেজে রেশম পোকার মাতৃজাত সংরক্ষণ, মূলবীজ বর্ধন করে অন্যান্য গ্রেনেজে সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ঝিনাইদহ ও রত্নাই গ্রেনেজে এসব ডিম পালন করতঃ বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে সরবরাহ করে থাকে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে মোট ৪৮,২০০টি উন্নত জাতের রোগমুক্ত হাইব্রিড ডিম উৎপাদন করত: বিভিন্ন এনজিও নিয়ন্ত্রিত রেশমচাষীদের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে।

২. তুঁতচাষ উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণঃ

সিল্ক ফাউন্ডেশনের তিনটি গ্রেনেজে মোট তুঁতজমির পরিমান ১৫০ বিঘা। এর মধ্যে ঝিনাইদহ গ্রেনেজে ৫৪ বিঘা, ময়নামতি গ্রেনেজে ২১ বিঘা এবং রত্নাই গ্রেনেজে ৭৫ বিঘা। এই তুঁতজমি সারা বছর ক্রপ সিডিউল মোতাবেক রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলমান উন্নয়ণ প্রকল্পের অর্থায়নে এসকল গ্রেনেজে থাইল্যান্ড হতে সংগৃহিত ও রেশম গবেষণাগারের উন্নত তুঁতজাত রোপন করা হচ্ছে।

৩. বাণিজ্যিক রেশম গুটি উৎপাদন ঃ
বীজগুটি উৎপাদনের পাশাপাশি গ্রেনেজের তুঁতজমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক রেশম গুটি উৎপাদন করা হচ্ছে। তুঁতজমির সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে গ্রেনেজগুলোতে সারা বছর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেশমগুটি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গ্রেনেজগুলোতে ৭,৪৭৭ কেজি উন্নতমানের বাণিজ্যিক রেশমগুটি উৎপাদন করা হয়েছে।

৪. রেশম সূতা উৎপাদন ঃ

ঝিনাইদহ, রত্নাই ও ময়নামতি গ্রেনেজে স্থাপিত রিলিং ও স্পিনিং ইউনিটে নিয়মিত রেশম সূতা উৎপাদন করা হয়। চাহিদার আলোকে সেখানে ডুপিয়ন রেশম এবং স্পান সূতা উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মোট ৮৬২ কেজি ডুপিয়ন এবং স্পান রেশম সূতা উৎপাদন করা হয়েছে।

৫. রেশম গুটি ক্রয় ঃ

ঝিনাইদহ, রত্নাই ও ময়নামতি গ্রেনেজে স্থাপিত রিলিং ও স্পিনিং ইউনিটে গ্রেনেজে উৎপাদিত রেশম গুটি ব্যবহার করে রেশম সূতা উৎপাদনের পাশাপাশি চাষীদের উৎপাদিত রেশম গুটির বাজার সহায়তা এবং রিলার/স্পিনারদের সার্বক্ষনিক কর্মসংস্থানের জন্য রেশম সম্প্রসারন এলাকা হতে রেশম গুটি ক্রয় করে রিলিং ইউনিটগুলি সারা বছর চালু রাখা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মোট ৫,৫৮৯ কেজি কাঁচা রেশম গুটি ক্রয় করা হয়েছে ।

৬. বসনী, রিলার/স্পিনার প্রশিক্ষণ ঃ

রেশম গুটি ও সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারিগরি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে রেশমচাষী এবং সূতাকাটাইকারী (রিলার-স্পীনার) প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মোট ১০০ জনকে তুঁতচাষ ও পলুপালন এবং ৪০ জন দুঃস্থ মহিলাকে সুতা কাটাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৭. অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঃ

ফাউন্ডেশনের গ্রেনেজসমূহের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রেনেজের বিভিন্ন সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রেনেজসমূহে বাণিজ্যিক গুটি ও সূতা উৎপাদনের পাশাপাশি তুঁতজমিতে মিশ্র ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্রেনেজের জমির বহুমুখী ব্যবহার সহ তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ ও তূঁতপাতা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গ্রেনেজগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সাথী ফসল আবাদ করা হয়েছে। এ থেকে উলেখযোগ্য রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

৮. ফাউন্ডেশনের পরবর্তী কর্মসূচী ঃ

সিল্ক ফাউন্ডেশন দেশে ব্যাপক তুঁতচাষ সম্প্রসারন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯.১১ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে রেশম চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, রেশম বীজের চাহিদা, গুটি উৎপাদন তথা সুতা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৫.০ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) ঃ

বিশ্ব প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের আবীর ছড়ানো অপরূপ অকুণ্ঠ রেশ আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। আবহমান বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত কর্ম সংস্কৃতি সামাজিক মেল বন্ধন-চঞ্চলতায় মজবুত অর্থনীতির পরিক্ষীত কৃষিজ পণ্য পাটের প্রধানতম রপ্তানীকারক দেশ বাংলাদেশ। পাট এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবেচনায় সোনালী আঁশ হিসেবে বিবেচিত হত। স্বাধীনতার পূর্বে বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাট ও পাটপণ্যের অবদান ছিল শতকরা ৭৫-৮৫ ভাগ। স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে বিশ্ববাজারে কৃত্রিমতন্তু এবং বিভিন্ন স্বল্প মূল্যের সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যাপক আবির্ভাবের ফলে এবং পাট খাতের যথাযথ পরিচর্যা ও নীতিমালা অনুসৃত না হওয়ায় প্রাকৃতিক আঁশ পাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে প্রায় তিন দশক পর বিদ্যমান রুগ্ন পাট শিল্পের পাশা পাশি পাটের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের লক্ষে উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সহায়তা বৃদ্ধির প্রয়াসে ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) স্থাপন করে। জেডিপিসি উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনক্ষম শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি সরবরাহ, নির্দিষ্ট পর্যায়ে মূলধনের ব্যবস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে এবং প্রশিক্ষণ ও বিপণনে সহায়তা দিয়ে আসছে। সাফল্যের সাথে প্রথম পর্যায় (মার্চ ২০০২ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮) এবং দ্বিতীয় পর্যায় (জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১২) এর কার্যক্রমের বাস্তবায়নের পর জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ৫ বছরের জন্য জেডিপিসি'র তৃতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জেডিপিসি'র মূল অফিসটি ১৪৫ মনিপুরী পাড়া, আইজেএসজি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। পাটপণ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমকে সাড়া দেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ৬টি বিভাগ এবং জেলা শহরে মোট ৬টি বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) স্থাপন করা হয়েছে। সেন্টারগুলো হলোঃ (১) ঢাকা, (২) নরসিংদী, (৩) চট্রগ্রাম, (৪) রংপুর, (৫) যশোর এবং (৬) টাঙ্গাইল। এই সেন্টারগুলিতে কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Materials Bank) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল প্রাপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

জেডিপিসি'র কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে পাট শিল্পের সংগে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত পররাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোসহ অন্যান্য সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও শিল্প সংগঠনের সাথে ইতোমধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করছে। কার্যক্রমের সুবিধার্থে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো)
(ঘ) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)
(ঙ) British Traidcraft
(চ) SME Foundation

০২। উদ্দেশ্য

পাটপণ্যে প্রয়োজনীয় উচ্চমূল্য সংযোজনসহ বহুমুখী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রকৃতি বান্ধব পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার।

০৩। কার্যক্রম

(ক) প্রকৃতি বান্ধব বহুমুখী পাটপণ্য শিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা দেয়া;
(খ) বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনে প্রযুক্তি সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান;
(গ) পাটপণ্য সামগ্রী দেশে ও বিদেশে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে বিপণন ও প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন।

০৪। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১।	এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর	-	০১
২।	ডাইরেক্টর (মার্কেট রিসার্চ এ্যান্ড প্রমোশন)	-	০১
৩।	ডাইরেক্টর (প্রজেক্ট মনিটরিং এ্যান্ড ইমপি- মেন্টেশন)	-	০১
৪।	ডাইরেক্টর (ডিজাইন ও ফ্যাশন)	-	০১

			০৪

০৫। সম্ভাবনাময় নতুন পাটজাত দ্রব্য এবং প্রযুক্তি

পাট এখন শুধুমাত্র সনাতন ধারনাই নয়। পাট দিয়ে এখন দৃষ্টি নন্দন, রুচিশীল ফ্যাশনেবল পণ্য, দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী, হোম-টেক্সটাইলস ও ফার্নিশিং দ্রব্যাদি তৈরী হচ্ছে। জেডিপিসি এ পর্যন্ড় ২২২টি বিভিন্ন ধরণের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেছে।

০৬। আর্থিক বরাদ্দ

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০৮-২০১২) এ প্রকল্প পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৯৭৬.৪৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১৩-২০১৭) প্রকল্প পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ১৬৪৮.০৭ লক্ষ টাকা।

০৭। জেডিপিসি'র সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র

২০০৮ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত জেডিপিসি'র উদ্যোগে ব্যাংকের সহায়তায় ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং কমন ফান্ড ফর কমডিটিজ (সিএফসি) এর ঋণ তহবিল থেকে ৫৯১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ১৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রায় সবাই বাণিজ্যিকভাবে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছে। বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জেডিপিসি সম্প্রসারণমূলক সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করছে। তন্মধ্যে উৎপাদ চিহ্নিত হয়েছে ২২২টি, উদ্যোক্তা চিহ্নিত হয়েছে আটশ'র বেশী। জেডিপিসি প্রশিক্ষণ দিয়েছে ৮০০ জনের বেশী উদ্যোক্তাকে এবং বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প উদ্যোক্তা তালিকাভুক্ত করেছে ৮৩৫ জন। **নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায়** জেডিপিসি সচেতনতা কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উচ্চ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সমীক্ষাপূর্বক সম্প্রসারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই, বহুমুখী পাটপণ্য মেলার আয়োজন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সংস্থার আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, ডিজাইন ওয়ার্কশপ, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, মার্কেটিং-এর উপর প্রশিক্ষণ, ডায়িং এন্ড ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ, পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পণ্যের উৎপাদন খরচ/মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন, উদ্যোক্তা সনাক্ত/চিহ্নিতকরণ, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, অ্যাওয়ার্ড (শ্রেষ্ঠ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড) প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য ঢাকা, নরসিংদী এবং রংপুরে জেডিপিসি'র তিনটি কাঁচামাল ব্যাংক রয়েছে। এসব কাঁচামাল ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে সুলভ মূল্যে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও **বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন** সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, কল-কারখানা পরিদর্শন ইত্যাদি। **এছাড়া কমন ফান্ড ফর কমডিটিজ (CFC)-এর অনুদানে এবং IJSG-এর তত্ত্বাবধানে "Development & Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)" শীর্ষক R&D প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশে রাস্ড়া সংরক্ষণ, নদীভাঙ্গন ও পাহাড় ধ্বস রোধকল্পে পাট থেকে জুট জিও টেক্সটাইলস তৈরী করে মাঠ পর্যায়ে ১০টি field trial–এর কাজ চলছে।**

০৮। Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21) প্রকল্প

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার রাস্ড়ার ক্ষয় রোধ, নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গণ এবং পাহাড় ধ্বস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইল্স এর ব্যবহারের লক্ষে গত জানুয়ারী ০১, ২০১০ থেকে কমন ফান্ড ফর কমোডিটিজ (সিএফসি) এর আর্থিক

সহায়তায় "Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)" শীর্ষক একটি Multi-country ও উন্নয়ণধর্মী গবেষণা প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশ বাস্ড়বায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে ৫টি গ্রামীণ রাস্ড়া (প্রতিটি ১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ), ৩ টি নদীর পাড় ভাঙ্গণ রোধ (প্রতিটি ৫০০ মিঃ দীর্ঘ) এবং ২টি পাহাড় ধ্বস রোধক (প্রতিটি ৩০০ মিঃ দীর্ঘ) নির্মানে জুট জিও-টেক্সটাইল্স ব্যবহারের ফিল্ড ট্রায়াল চলছে। অনুরূপভাবে ভারতে ৭টি গ্রামীণ রাস্ড়া, ৬টি নদীর পাড় ভাঙ্গণ রোধ এবং ২টি পাহাড় ধ্বস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহার সংশি- ষ্ট ফিল্ড ট্রায়াল চলছে। যুক্তরাজ্যের Cranfield University'র National Soil Resources Institute (NSRI) এ গবেষণায় জড়িত রয়েছে।

২০১৪ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হলে কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহার করতে হবে তার আন্ড়র্জাতিক মান নির্ধারিত হবে এবং বিশ্বব্যাপি রাস্ড়ার ক্ষয় রোধ, নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গণ এবং পাহাড় ধ্বস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহারের নুতন দিগন্ড় উম্মেচিত হবে এবং পাট ও পাটজাতপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৬.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় এবং অগ্রগতি সংক্রান্ড় তথ্যাদি

(অংকসমূহঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পসমূহের নাম	অনুমোদনের পর্যায়ে	বাস্ড়বায়ন মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	২০১২-১৩ অর্থ বছরের অবমুক্তি	২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন/১৩ পর্যন্ড় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
১	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প	অনুমোদিত	জুলাই,০৬ হতে জুন,২০১৪	১১৩৭৩.৫৮	২৫০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৭৯৯.৯৬ (১০০%)	৮৩৭৯.২১ (৭৩.৬৭%)
২	জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।	অনুমোদিত	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন,২০১৩	৪৫৭২.৫৫	৯৮৫.০০	৬৮৫.০০	৬৮৫.০০	৬৭৯.২২ (৯৯.১৬%)	৩৯৮৯.৯৮ (৮৭.২৬%)
৩	পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ	অনুমোদিত	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন,২০১৪	৫৩৬৪.৯৯	১০০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৭.০৩ (৯৯.৬৩%)	৩৩৮৫.৯৩ (৬৩.১১%)
৪	বরিশাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ	অনুমোদিত	জুলাই' ২০১০ হতে জুন,২০১৫	১০৫৪৮.০০	১০০০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	২১৯৯.৯০ (১০০%)	২৫৮৬.৪৬ (২৪.৫২%)
৫	বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল	অনুমোদিত	জুলাই' ২০১০ হতে	৪০৩২.৯৭	১৪০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৬৮২.০২ (৯০.৯৪%)	১৫৩০.৬৮ (৩৭.৯৫%)

	ইনষ্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ		জুন' ২০১৩						
৬	১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন	অনুমোদিত	জানুয়ারী, ০৬ হতে জুন,২০১৪	৭৩০৬.০০	১৩২১.০০	১৩২১.০০	১৩২১.০০	১৩১২.৯৩ (৯৯.৩৯%)	৫৮৯৯.৪৮ (৮০.৭৫%)
৭	৪টি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন	অনুমোদিত	নভেম্বর,১০ হতে জুন,২০১৩	১২৭০৫.০০	১৪৯৭.০০	২৯৭.০০	২৯৭.০০	২৯৫.৫১ (৯৯.৫০%)	৬০৮.০৮ (৪.৭৯%)
৮	ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	অনুমোদিত	জুলাই,১১ হতে জুন,২০১৪	৭৬৯৩.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭০.৯৬ (৯৮.৯২%)	৫০৮.৪৬ (৬.৬১%)
৯	তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন,বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	অনুমোদিত	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৪	৩৫৫৫.৮৬	৫০০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১১৬.০৭ (৯২.৮৬%)	৩৮৪.৩৬ (১০.৮১%)
১০	বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	অনুমোদিত	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪	৩০০০.০০	৫০০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৫৪.৬৬ (৯৮.৮৪%)	২২১৯.৯৮ (৭৪%)
১১	Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through upgrading the research and Training capability of BSRTI	অনুমোদিত	জুলাই,১০ হতে জুন,২০১৫	৬৯৭.৫০	১৫৪.০০	১৫৪.০০	১৫৪.০০	১৪২.১৬ (৯২.৩১%)	৩৯৯.১৬ (৫৭.২৩%)
১২	উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্প	অনুমোদিত	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৬	১৬৯০৩.০৩	৩০০৪.০০	৩৫০৪.০০	৩৫০৪.০০	৩৩২১.৯০ (৯৪.৮০%)	৫০১০.৯৫ (২৯.৬৫%)
১৩	Strengthening of NITTRAD, TSMU and Textile Colleges for Development of Textile Sector	অনুমোদিত	জুলাই,১০ হতে জুন,২০১৫	১৫৪৪.৩২	২৮৬.০০	২৮৬.০০	২৮৬.০০	৩১৬.০৫ (১১০.৫১%)	৯৫০.৬৬ (৬১.৫৬%)
১৪	Vertical Extension of BTMC	অনুমোদিত	এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন ২০১৪		২১৩০.৫০	২১৩০.৫০	১০৩.১৯	১০৩.১৯ (৪.৮৪%)	১০৩.১৯ (২.৯৯%)

	Bhaban (9th Floor to 13th Floor) and Construction of Car Parking Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC								
			সর্বমোট=	৯২৭৫০.৮০	১৬৭৭৭.৫০	১৬৮৮৭.৫০	১৪৮৬০.১৯	১৪৫৯১.৫৬ (৬৮.৯৭%)	৩৫৯৫৬.৫৮ (৩৮.৭৭%)

২০১২-২০১৩ রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্ড়বায়নামীন উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় এবং অগ্রগতি সংক্রান্ড় তথ্যাদি

(অংকসমূহঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীসমূহের নাম	অনুমোদনের পর্যায়ে	বাস্ড়বায়ন মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০১২-১৩ অর্থ বছরের অবমুক্তি	২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন/১৩ পর্যন্ড় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
১	৬টি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটে ২য় শিফটের মাধ্যমে ডিপোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বাস্ড়বায়ন	অনুমোদিত	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩	৭২৭.৭১	৯৮.৪০	৯৮.৪০	৯৮.৪০	৯২.৭৭ (৯৪.২৮%)	৭০৬.৬৮ (৯৭.১১ %)
২	টেক্সটাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহ উপযোগীকরণ শীর্ষক কর্মসূচী	অনুমোদিত	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১২	৩৬০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০ (১০০%)	২৪১.০০ (৬৬.৯৪%)
৩	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচি	অনুমোদিত	জানুয়ারী,২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১২	১৮০.৭৫	৪৫.২০	৪৫.২০	৪৫.২০	৪৩.৫৫ (৯৬.৩৫%)	১৭৮.১৪ (৯৮.৫৬%)
৪	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পযায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/ অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ	অনুমোদিত	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	৪৭১.৫৭	১৬২.২০	১৬২.২০	১৬২.২০	১১৮.৪২ (৭৩.০১%)	২৮৩.১২ (৬০.০৩%)
৫	সিলেট মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন(সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ড় কর্মসূচী	অনুমোদিত	জুলাই, ২০১১ হতে এপ্রিল, ২০১৩	৪২.১০	২৩.৪০	২৩.৪০	২৩.৪০	২১.২১ (৯০.৬৪%)	৩৭.৬৪ ৮৯.৪১%)
৬	সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসিমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস	অনুমোদিত	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৪	৩৩০.০০	৭০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৭৯.৮১ (৯৯.৭৬%)	২৩০.১৩ (৬৯.৭৪%)
৭	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পের দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্ড়ন্ড়র	অনুমোদিত	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	১৬৫.৯১	৫৬.৮৬	৫৬.৮৬	৫৬.৮৬	৫৩.০১ (৯৩.২৩%)	১৫২.৪১ (৯১.৮৬%)
৮	পার্বত্য চট্রগ্রামের জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)	অনুমোদিত	জুলাই,২০০৮হতে জুন,২০১৩	২৬৯.৫৯	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৩৯.০২ (৯৭.৫৫%)	২৬৩.৫৩ (৯৭.৭৫%)
৯	বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নার্সারীসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন	অনুমোদিত	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩	১৬১.০০	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.৯৮ (৯৯.৯৮%)	১৬০.৯৮ (৯৯.৯৯%)
			সর্বমোট=	২,৭০৮.৬৩	৮২৫.০৬	৮৩৫.০৬	৮৩৫.০৬	৭৭৬.৭৭ (৯৩.০২%)	২,০৯২.৬৫ (৭৭.২৬%)

৭.০ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উলে- খযোগ্য অর্জনসমূহ ঃ

বিষয়	২০১০-২০১১ অর্থ বছর	২০১১-২০১২ অর্থ বছর	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
কাঁচা পাট উৎপাদন	৭৮.০২ লক্ষ বেল	৭৮.০৫ লক্ষ বেল	৭৫.৭২ লক্ষ বেল
কাঁচা পাট রপ্তানী	২১.১২ লক্ষ বেল	২২.৮৫ লক্ষ বেল	২০.৫৫ লক্ষ বেল
কাঁচা পাট রপ্তানী আয়	১৯০৬.৭৬ কোটি টাকা	১৫৪০.৬৬ কোটি টাকা	১৪৩৬.৪৬ কোটি টাকা
পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন	৭.২৯ লক্ষ মেঃ টন	৮.৮৫ লক্ষ মেঃ টন	৯.৭৭ লক্ষ মেঃ টন
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৫.৯৬ লক্ষ মেঃ টন	৭.৩৫ লক্ষ মেঃ টন	৮.৬৮ লক্ষ মেঃ টন
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী আয়	৫১০৪.৫৭ কোটি টাকা	৫৬১৮.৫৯ কোটি টাকা	৬১৬২.৬২ কোটি টাকা
তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্ভিস সেন্টারগুলো হতে অর্জিত লাভ	৩২.৪৪ লক্ষ টাকা	৮.৭১ লক্ষ টাকা	৪১.৬২ লক্ষ টাকা
তুঁত চারা উৎপাদন	৬.০০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি
উৎপাদিত তুঁতচারা রোপনের জন্য সরবরাহ	৬.০০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি
রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	৪.৬৭ লক্ষটি	৪.৪০ লক্ষটি	৪.৪২৭ লক্ষটি
রেশম সুতা উৎপাদন	২১৬০.০০ কে.জি.	৩৯৫৫.০০কে.জি.	১৬৩৯.৪২কে.জি.

* 'পাটনীতি,২০১১' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ পেয়েছে।
* 'বস্ত্রনীতি,২০১২' প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ড় পর্যায়ে রয়েছে।
* "পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন" প্রণীত হওয়ায় দেশের অভ্যন্ড়রীন বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা উলে- খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃত্রিম তন্ড়ু ব্যবহারজনিত পরিবেশ দূষণের মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পাবে।
* পাট গাছকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে মন্ড/কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্ড়বায়নের কাজ চলছে।
* রেশম উৎপাদন কার্যক্রম নিবিড় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন-কে একীভূ করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
* বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন ডায়নামিক ওয়েবসাইট প্রস্ড়ুত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
* ই-মেইলে যোগাযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
* ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১৪৭.৫৭ কোটি টাকা; ব্যয়িত অর্থের পরিমান ১৪৪.৮৮৩৭ কোটি টাকা। ব্যয়ের হার ৯৮.১৮%।